CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

CMYK

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-156 ■ 7 March, 2026 ■ আগরতলা ৭ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২২ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনিয়মিত কর্মচারী মামলায় সুপ্রিমকোর্টে বড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার

৩ মাসের মধ্যে ৩০ শতাংশ বকেয়া সহ নিয়মিতকরণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারীদের আগামী তিনমাসের মধ্যে ৩০ শতাংশ বকেয়া সহ নিয়মিতকরণের নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। তিনমাসের মধ্যে ৩০ শতাংশ বকেয়া সহ নিয়মিতকরণের নির্দেশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। নিয়মিতকরণের স্কিম বাতিল এই অজুহাতে নিয়মিতকরণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এই রায় এর প্রভাব পড়বে ত্রিপুরা রাজ্যের ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মচারীর উপর। এ বিষয়ে রাজ্যের বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বিস্তারিত তথ্য জানান। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, শুধুমাত্র নিয়মিতকরণের স্কিম বাতিল হয়ে গেছেএই অজুহাতে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের তিন মাসের মধ্যে নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং চাকরিতে যোগদানের সময় থেকে ৩০ শতাংশ বকেয়া বেতনও প্রদান করতে হবে।

এই রায়ের সূত্রপাত শিক্ষা দপ্তরের আটজন ডি.আর.ডব্লিউ কর্মীকে ঘিরে। কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় ও গঙ্গানগর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ২৫ বছর ধরে কর্মরত এই আটজন কর্মী ২০২২ সালে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে নিয়মিতকরণের দাবি জানিয়ে মামলা দায়ের করেন।

তৎকালীন উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ ২০১৮ সালের ৩১ জুলাই রাজ্য সরকারের নিয়মিতকরণ স্কিম বাতিল হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে সেই মামলা খারিজ করে দেন। পরে তারা ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করলেও সেখানেও একই কারণে আবেদন খারিজ হয়।

পরবর্তীতে ওই আটজন কর্মী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি মামলার রায় ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও কর্মীদের অনিশ্চয়তায় রাখা যায় না। আদালত নির্দেশ দেয়, তিন মাসের মধ্যে তাদের নিয়মিতকরণ করতে হবে।

এছাড়াও আদালত বলেছে, চাকরিতে যোগদানের পর থেকে তাদের ৩০ শতাংশ বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে এবং নিয়মিতকরণের আগে যে সময় তারা কাজ করেছেন, সেই সময়কালও পেনশনের আওতায় গণ্য করতে হবে।

এ বিষয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ জানান, সুপ্রিম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই সন্তানের সামনে স্ত্রীকে পিটিয়ে খুন, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। রাতভর স্ত্রীকে বেধড়কভাবে পিটিয়ে খুন করলো স্বামী। কমলাসাগর এলাকার হরিশনগর মুন্ডা পাড়ায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। দুই সন্তানের সামনে স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত স্বামীর নাম লক্ষ্মীনধর মুন্ডা। নিহত গৃহবধূর নাম মনি মুন্ডা(রটে)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই স্বামী লক্ষ্মীনধর মুন্ডা তার স্ত্রী মনি মুন্ডাকে মারধর করতে শুরু করেন। প্রতিবেশীরা একাধিকবার তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। অভিযোগ, রাত গভীর হওয়ার পরও তিনি স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালিয়ে যান।

প্রতিবেশী ও পরিবারের সদস্যদের দাবি, গভীর রাতে কাঠের টুকরো দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় মনি মুন্ডাকে। এই নির্মম ঘটনা ঘটে তাদের দুই সন্তানের সামনেই। রাতভর মারধরের জেরে গুরুতর জখম হন গৃহবধূ।

শুক্রবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত স্বামী দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক অশান্তি চলছিল তাদের সংসারে। অভিযোগ যৌতুকের দাবিতে প্রায়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীকে মারধর করত সে। তাদের ঘরে দুটি সন্তানও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুত্রের শাবলের আঘাতে প্রাণ হারালেন পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। মানসিক ভারসাম্যহীন পুত্রের শাবলের আঘাতে প্রাণ হারালো পিতা। ঘটনা কোমলপুরের আভাঙ্গা ফিশারি পাড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সালেমা থানার আভাঙ্গা সংলগ্ন যদুরাম পাড়ায় বুধবার রাতে এক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির হত্যার রেশ কাটতে না কাটতেই সামান্য বিড়িকে কেন্দ্র করে ছেলের হাতে খুন হতে হল পিতাকে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার সকাল ৭ টা নাগাদ কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার আভাঙ্গা ফিশারী পাড়ায়। ছেলের নাম মঙ্গল সিনহা (৪৭)। সে মানসিক রোগী।মৃত পিতার নাম মানের সিনহা (৮৩)।

খবর পেয়ে আভাঙ্গা ফিশারি পাড়ায় ছুটে যান ধলাই জেলার পুলিশ সুপার দেশাই রুষিকেশ জয়সিং, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম বনিক, সালেমা থানার ওসি দীপক দাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার বিবরন দিয়ে মৃতের স্ত্রী বিনদনী সিনহা বলেন, আজ সকালে ছেলে মঙ্গল সিনহা তার বাবার বিড়ির প্যাকেট থেকে ৪/৫ টি বিড়ি খুলে নেয়।

তার বাবা ঘরে এসে দেখে বিড়ির প্যাকেটে বিড়ি কম। ছেলেকে ডেকে বলে তুই বিড়ি চুরি করে নিলি কেন। এতে ছেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন না বিরোধীরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। স্বচ্ছতা বজায় রাখার মাধ্যমেই মানুষের কল্যাণে কাজ করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। ছোট রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি মিটারে সঠিক দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। সর্বভারতীয় স্তরে ৩৪৭টি পুরস্কার অর্জন করেছে ত্রিপুরা রাজ্য। যদিও রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন না বিরোধীরা।

আজ উত্তর জেলার ধর্মনগরে বিবিআই স্কুল মাঠে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত যুব শঙ্খনাদ কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

উত্তর জেলার যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত এই কার্যক্রমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমার বন্ধুবর তথা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে সত্যিকারের অর্থে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাই আমি প্রথমেই প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি। তাঁর অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি আমরা সবাই মিলে সম্পূর্ণ করবো। সেই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে আমাদের। আমরা জানি উনি একজন বিশিষ্ট শিল্পীও ছিলেন। যাত্রা শিল্প ও নাট্য শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। ধর্মনগরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। ধর্মনগর ও উত্তর জেলাকে খুব ভালোবাসতেন তিনি। যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের মধ্যে ঐক্য না থাকলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভব নয় ঃ প্রদ্যোৎ

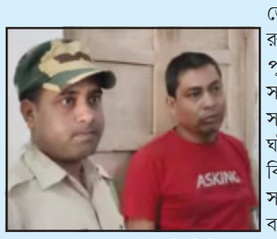

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। শুক্রবার আগরতলার এনইজেডসিসি শিল্পগ্রাম অডিটোরিয়ামে অল ইন্ডিয়া চাকমা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল পরিচয়, ছাত্র নেতৃত্ব, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক সংলাপ। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিরুপম চাকমা, মলিন কুমার চাকমা সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা। সম্মেলনে চাকমা সম্প্রদায়ের পরিচয়, ছাত্র নেতৃত্বের ভূমিকা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন শিক্ষার্থী ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে জনগণনার কাজ শুরু ১৭ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে রাজ্যেও দুটি পর্যায়ে জনগণনা করা হবে। এই বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে স্টেট লেভেল সেনসাস কো-অর্ডিনেশন কমিটির (এস.এল.সি.সি.) এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অর্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় রিফাইনারিগুলিকে রুশ তেল কেনায় ছাড়, তেলের দামে পতন

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (আইএএনএস) ।। যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় তেল শোধনাগারগুলিকে সমুদ্রে আটকে থাকা রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ৩০ দিনের সাময়িক ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করার পর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমতে শুরু করেছে। শুক্রবার সকালে এই ঘোষণার পর বাজারে পতনের প্রবণতা দেখা যায়।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে তেলের দাম ১৫ শতাংশের বেশি বেড়েছিল। তবে নতুন ঘোষণার ফলে সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ কিছুটা কমেছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে ইন্টারকন্টিনেন্টাল এক্সচেঞ্জে ব্রেন্ট ক্রুডের এপ্রিল চুক্তির দাম প্রতি ব্যারেল ৮৪.২১ ডলারে লেনদেন হচ্ছিল, যা আগের দিনের তুলনায় ১.৫২ শতাংশ কম। অন্যদিকে ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট তেলের দাম প্রাথমিক লেনদেনে ২.১০ শতাংশ কমে প্রতি ব্যারেল ৭৯.৩১ ডলারে নেমে আসে।

মার্কিন অর্থ দফতরের সচিব স্কট বেসেন্ট জানান, "বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ বজায় রাখতে ভারতীয় রিফাইনারিগুলিকে সমুদ্রে আটকে থাকা রুশ তেল কেনার জন্য ট্রেজারি বিভাগ ৩০ দিনের একটি সাময়িক ছাড় দিচ্ছে। এটি স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা এবং এতে রাশিয়ার সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট অধিবেশন

১৩ মার্চ শুরু, শেষ ২৫ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। আগামী ১৩ মার্চ থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ৯ দিনের ওই অধিবেশন চলবে ২৫ মার্চ পর্যন্ত। আজ বিজনেস এডভাইজারি কমিটির(বিএসি) বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, আজ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন নিয়ে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক ইংরেজী বছরের প্রথম বিধানসভা অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সে মোতাবেক ১৩ মার্চ অধিবেশনের প্রথম দিনে শুরুতেই রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ভাষণ দেবেন। আগামী এক বছরের রাজ্য সরকার বিভিন্ন কাজের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়া, বাজেট অধিবেশনে তিনটি বিল পেশ করবে ত্রিপুরা সরকার।

এদিন তিনি আরও বলেন, অধিবেশনের প্রথমদিন রাজ্যপালের ভাষণ শেষে প্রয়াত অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অষ্টম পে কমিশন নিয়ে মতামত চাইল কেন্দ্র, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত জমা

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ(আইএএনএস) ।। অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (৮ম পে কমিশন) বিভিন্ন অংশীদারদের কাছ থেকে প্রস্তাব ও মতামত আহ্বান করেছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত এই সংক্রান্ত স্মারকলিপি বা মতামত জমা দেওয়া যাবে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের সংগঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে মতামত নেওয়ার জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে একটি নির্দিষ্ট অনলাইন ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রকের মতে, স্মারকলিপি জমা দেওয়ার জন্য একই ধরনের ফরম্যাট ঞ্চওদ্রন্ত পোর্টালেও উপলব্ধ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে ওই অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেই মতামত জমা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কমিশন স্পষ্ট করেছে যে কাগজে লেখা কপি, ই-মেইল বা পিডিএফ আকারে পাঠানো প্রস্তাব বিবেচনা করা নাও হতে পারে।

বর্তমানে দেশের প্রায় ১.১ কোটির বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা থেকে রেলে কলকাতায় গেল ৩ মে: টন কালীখাসা ও হরিয়ানার ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও রফতানি বাড়ানো, যাতে কৃষকরা আরও বেশি উপকৃত হতে পারেন। আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ ও বন ন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার সঙ্গে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৩ মেট্রিক টন অর্গানিক কালীখাসা ও হরিনারায়ণ ধানের রফতানি পতাকা নাড়িয়ে বহিরাজ্যের উদ্দেশ্যে পাঠান।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা। আমরা প্রথমদিন থেকেই এই লক্ষ্যে কাজ করছি। আমরা চাই কৃষকের আয় দ্বিগুণ হোক এবং কৃষির স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত হোক।

মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য থেকে সাবলাইম গৌরমেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-এ ৩ মেট্রিক টন অর্গানিক কালীখাসা ও হরিনারায়ণ ধান রফতানি করছে। খোয়াই জেলার তুলাশিখর-এর বোসাং গ্রুপ এবং গোমতী জেলার থানসা ফার্মার্স অর্গানাইজেশন উভয়ই এই উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় ও সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতায় জোর

ড্রপ আউটের হার শূন্যে নামাতে চাই কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা ঃ আনন্দীবেন প্যাটেল

সন্দীপ বিশ্বাস

লখনউ সফররত, ৬ মার্চ ।। বিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের হার শূন্যে নামাতে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল মানসম্মত শিক্ষা এবং 'কেজি থেকে পিজি' পর্যন্ত পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগের কথা তুলে ধরেছেন।

পাশাপাশি তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সরাসরি তদারকির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। নিজের কাজের ধরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি নিজে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যালোচনা বৈঠক করতেন। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউয়ে জন ভবনে ত্রিপুরা ও কর্ণাটকের সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি গুজরাটের শিক্ষা মডেলের কথা উল্লেখ করেন। রাজ্যপাল জানান, সেখানে শিক্ষকরা গ্রামে গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে ছয় বছর বয়সী প্রতিটি শিশুকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি নিশ্চিত করেছিলেন। সময়মতো বই পৌঁছে দিতে কয়েক মাস আগেই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হতো। পাশাপাশি স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ এবং মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ দিতে বিশেষ প্রণোদনাও চালু করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, যেসব গ্রামে নারীদের সাক্ষরতার হার ৩৫ শতাংশের নিচে ছিল, সেসব গ্রামের মেয়েদের জন্য 'নর্মদা বন্ড' নামে এক হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া হতো।

রাজ্যপাল জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK
Page 1.pmd 1 07-03-2026, 00:55

জাগরণ
আগরতলা, ৭ মার্চ, ২০২৬ ইং
২২ ফাল্গুন, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিশ্বসংকটের নতুন অধ্যায়

বিগত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অস্থিরতার প্রেক্ষিতে কারণ হিসেবে যিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেন্দ্রে বারবার উঠিয়া আসিয়াছেন তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার যে কোনও প্রেসিডেন্টই চূড়ান্তভাবে আধিপত্যবাদী। কিন্তু এমন যুদ্ধ-উন্মাদ, মেগালোম্যনিয়াক এবং অসহিষ্ণুতার চূড়ান্ত প্রতিভূ প্রেসিডেন্ট এর আগে আমেরিকায় কখনও আসেনি। বিশ্বের অন্য প্রসঙ্গের কথা যদি বাদও দিই শুধুমাত্র বর্তমানে পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত দিই তাহা হইলে দেখীব এর জন্য সম্যকভাবে একজন কেউ যদি দায়ী হন, তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের বিশ্বজুড়িয়া গুণ্ডামির কাজে যদি কেউ অনুঘটকের ভূমিকা নেন তিনি ইজরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইরানকে আক্রমণের মধ্যে দিয়া ট্রাম্প চাহিয়াছিলেন ইরানের তৈলভাণ্ডারের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম। সেইসঙ্গে দীর্ঘদিন ধরিয়া আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি আমেরিকার কাছে কোনোভাবেই বশ্যতা স্বীকার করেননি, সেটাও ছিল তাঁহার না-পছন্দ। ওদিকে নেতানিয়াহু চাইছিলেন গাজাকে পুরোপুরি ধ্বংস করিয়া দখল করিতে। এ ব্যাপারে পথের কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াচ্ছিলেন খামেনি। এইজন্য ইরানকে অস্থিতিশীল করিয়া দেওয়া প্রয়োজন ছিল। যেহেতু মৌলবাদী দুঃশাসনে ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া ইরানের জনগণের বড় একটা অংশ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন সেজন্য ট্রাম্প ভাবিয়াছিলেন খামেনি-সহ শীর্ষ নেতৃত্বকে হত্যা করিলেই তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়িবে ইরানি রেজিম।

রাষ্ট্র হিসেবে সরাসরি কাউকে সেভাবে না পাইলেও প্রক্সি ওয়ার করিবার মতো ইরানের পাশে বেশ কিছু গোষ্ঠী রহিয়াছে। যেমন হিজবুল্লাহ, হুথি, হামাসের মতো জঙ্গি সংগঠন।ইরানের অর্থনীতি বহু বছর ধরিয়া আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার চাপে রহিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং সামাজিক অসন্তোষও রহিয়াছে। এই বাস্তবতা যুদ্ধ চালানোর ক্ষেত্রে বড় সীমাবদ্ধতা তৈরি করিতে পারে। তবু ইরানের কয়েকটি শক্তি তাহাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধের ক্ষমতা দেয়। প্রথমত, তার ভূগোল। ইরানের বিশাল পাহাড়ি অঞ্চল আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য অত্যন্ত কঠিন।দ্বিতীয়ত, তাহার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রযুক্তি। গত দুই দশকে এই ক্ষেত্রে ইরান উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। পরমাণু বোমা তৈরি করিবার মতো জায়গায় তাহারা আছে কিনা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও এটুকু বলাই যায়, ইরানের হাতে বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। আরও একটি বিষয়, ইসলামী বিপ্লবের আদর্শ ইরানের রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেয়, যাহা দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের মধ্যেও রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখিতে সাহায্য করে। এই কারণেই মনে করা যায়, ইরান সরাসরি বৃহৎ যুদ্ধ দীর্ঘদিন না করিয়াও 'অসম যুদ্ধ' চালাইয়া যাইতে পারে বহুদিন। এছাড়া ইরান আরও একটি মারাত্মক কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। সরাসরি আমেরিকাকে আক্রমণ করিতে না পারিলেও পশ্চিম এশিয়ার এগারোটি দেশ যেখানে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি রহিয়াছে সেগুলোকে তাহারা মিসাইল ও ড্রোন ছুঁড়িয়া ধ্বংস করিথাছে। এতে পরোক্ষভাবে আমেরিকার উপর যেমন আক্রমণ করা হইল তেমনি অস্থিরতা ও সংকটকে আরও কয়েকটি দেশে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। এই সংকটের প্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি আমদানিকারক দেশ, এবং পশ্চিম এশিয়ার তেলের উপর তাহার নির্ভরতা অত্যন্ত বেশি। ইরান ভারতের কাছে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

দু'দিনের রাজ্য সফরে আসছেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন, আগরতলায় কনভয়ের মহড়া সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: আগামীকাল দু'দিনের রাজ্য সফরে ত্রিপুরায় আসছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। তার এই সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপরাষ্ট্রপতির আগমনের আগে শুক্রবার আগরতলায় তার কনভয়ের রুট ধরে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে কনভয়টি রাজভবন, অ্যালবার্ট এক্কা পার্ক হয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নির্ধারিত পথে চলাচল করে। নিরাপত্তা ও যান চলাচল ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে নিশ্চিত করতেই এই ট্রায়াল পরিচালনা করা হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। উপরাষ্ট্রপতির সফরকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। জানা গেছে, দু'দিনের এই রাজ্য সফরকালে উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পিছিয়ে পড়া নারীদের কর্মসংস্থানে উদ্যোগ 'কন্যা কথা'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পিছিয়ে পড়া নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে উদ্যোগ নিল সামাজিক সংস্থা 'কন্যা কথা'। ৮ মার্চ নারী দিবসকে সামনে রেখে সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলাদের নিয়ে একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বনির্ভর করে তোলা এবং তাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচিত মহিলাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়। এদিন আগরতলার একটি বেসরকারি বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, 'কন্যা কথা' সংস্থার কর্মকর্তারা এবং রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মহিলারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সমাজে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

দুর্ঘটনা রোধে বিশেষ অভিযানে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ মার্চ: রাজ্যে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার লক্ষ্যেই কাজ করছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার রাতে যানচালকদের সচেতন করতে বিশেষ অভিযান চালায় শান্তিরবাজার থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই মদ্যপ অবস্থায় ট্রাফিক বিধি অমান্য করে যানবাহন চালানোর কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় শান্তিরবাজার থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সমীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে ওই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান চলাকালীন যে সমস্ত যানচালক ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তাদের সতর্ক করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এসআই সমীর বিশ্বাস জানান, সমস্ত যানচালক যেন ট্রাফিক বিধি মেনে গাড়ি চালান, সে বিষয়েই সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পথচারীদের নিরাপত্তার দিকেও নজর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ফুটপাত দিয়ে চলাচল এবং রাস্তা পারাপারের সময় পথচারীদের সহযোগিতা করার জন্যও যানচালকদের অনুরোধ করেন। তিনি আরও জানান, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে।

মধ্যপ্রাচ্যে কাতারসহ যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ১২টিরও বেশি দেশে মার্কিন সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি ওই অঞ্চলের জলসীমায়ও যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ মোতায়েন করা আছে। এসব ঘাঁটিতে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিক মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ আছেন বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া রয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ। ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর এসব ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান।

এর আগে গত বছর জুনে ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালানোর পর এসব সামরিক ঘাঁটিগুলো ইরানের সম্ভাব্য ''টার্গেট'' (লক্ষ্যবস্তু) হয়ে দাঁড়ায়। ইরান আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল যে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য তারা 'সমস্ত বিকল্প খোলা রাখছে।' পরে কাতারের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও চালায় ইরান। ইরানে গত ২৮শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া সরকারবিরোধী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আবার উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় আবারও এই মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করার হুমকি দিয়েছে তেহরান। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিষয়ে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করলে বা হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে প্রতিশোধমূলক হামলা হবে বলে প্রতিবেশী দেশগুলোকে সতর্ক করেছে ইরান সরকার। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি কোনো নতুন বিষয় নয়। ইরাকে যুদ্ধের সময় ওই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেনা সংখ্যা এক লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আফগানিস্তানে যুদ্ধের সময়েও মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা এবং লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজে ইয়েমেনের হুথিদের ক্রমাগত হামলার পর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, ওই অঞ্চলে মার্কিন সেনা উপস্থিতি জোরদার করা হয়।

সামগ্রিকভাবে, এই অঞ্চলে কমপক্ষে ১৯টি স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্থাপনা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটিকে বহু আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞই স্থায়ী ঘাঁটি বলে মনে করেন। সেগুলো সৌদি আরব, বাহরাইন, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, ইসরায়েল, জর্ডান, কুয়েত, কাতার এবং সিরিয়ায় অবস্থিত। স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান ''কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস''-এর মতে, মার্কিন সামরিক বাহিনী জিবুতি এবং তুরস্কের বড় ঘাঁটিগুলিও ব্যবহার করে, যা অন্যান্য আঞ্চলিক কমান্ডের অংশ হলেও প্রায়শই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন অভিযানের সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিবেদনে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান প্রধান মার্কিন ঘাঁটিগুলির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই সমস্ত ঘাঁটিগুলি যুক্তরাষ্ট্রের ''সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)'' বা মার্কিন সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে। **কাতার**- কাতারের আল উদেইদ ঘাঁটিটি পুরো অঞ্চলের বৃহত্তম মার্কিন ঘাঁটি। এখানে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এবং এর বিমান বাহিনীর ফরওয়ার্ড হেডকোয়ার্টার রয়েছে। ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর অতীত অভিযানের সময় আল উদেইদ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। মার্কিন বিমান বাহিনীর ৩৭৯তম এয়ার এক্সপিডিশনারি উইংও এই ঘাঁটিতে মোতায়েন রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মে মাসে মধ্যপ্রাচ্য সফরের সময় এই ঘাঁটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

স্যাটেলাইট চিত্র অনুযায়ী, সম্প্রতি ওয়াশিংটন আল উদেইদের রানওয়ে থেকে কয়েক ডজন বিমান প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে মার্কিন হস্তক্ষেপের পর পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইরানের সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষা করার জন্যই সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। গত পাঁচই জুন ''প্ল্যানেট ল্যাবস''-এর প্রকাশিত ছবিতে ''সি-১৩০ হারকিউলিস ট্রান্সপোর্ট'' (একটি বিশেষ সামরিক পরিবহন বিমান) এবং ''রেকোননাইসেন্স প্লেন'' (বিশেষ সামরিক বিমান যা আকাশপথে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়)-সহ ৪০টি বিমান দেখা গিয়েছিল। এর ঠিক দুই সপ্তাহ পরে সেখানে মাত্র তিনটি বিমান দেখা গিয়েছিল বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। প্রসঙ্গত, কাতারে প্রায় ১০ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।

বাহরাইন- বাহরাইনে মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম ফ্লিটের সদর দফতর রয়েছে, যা পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং কেনিয়ার দক্ষিণে পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে মার্কিন নৌবাহিনীর দায়িত্বে রয়েছে। এই ফ্যাসিলিটি ''ন্যাভাল সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটি বাহরাইন'' নামে পরিচিত। এখানে মার্কিন নৌবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের সদর দফতরও রয়েছে। প্রায় নয় হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে এই ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রে। মার্কিন নৌবাহিনীর বেশ কয়েকটি জাহাজ বাহরাইনে রয়েছে। এই অঞ্চলের গভীর জলে ''ইউএসএস কার্ল ভিনসন''-এর মতো ''সুপারক্যারিয়ার'' জাহাজ এবং অন্যান্য বিমানবাহী জাহাজ চলাচল করতে পারে। এর মধ্যে চারটি ''মাইন ক্লিয়ারেন্স ভেসেল'' (মাইন বিধ্বংসী জাহাজ) এবং দু'টি লজিস্টিক সাপোর্ট জাহাজও রয়েছে। বাহরাইনে মার্কিন কোস্টগার্ডের ছয়টি 'র‍্যাপিড রেসপন্স বোট'সহ একাধিক জলযান রয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। ইনস্টাগ্রামে বিবিসি বাংলা ফলো করতে ক্লিক/ট্যাপ করুন এখানে কুয়েত মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, তার মধ্যে কুয়েত অন্যতম। এর মধ্যে রয়েছে ক্যাম্প আরিফজান, যেখানে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের হেডকোয়ার্টার রয়েছে। এটি মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর ''অপারেশনাল'' এবং ''লজিস্টিকাল হাব'' হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন অভিযানের সময় সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে উপাদান মজুদ রয়েছে এই ''হাব''-এ। কুয়েতের আলী আল-সালেম বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮৬তম ''এয়ার এক্সপিডিশনারি উইং'' রয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি এই ঘাঁটিকে 'ওই অঞ্চলে যৌথ ও জোট বাহিনীকে যুদ্ধ শক্তি মোতায়েনের কেন্দ্রীয় বিমান ঘাঁটি এবং প্রবেশদ্বার' হিসাবে উল্লেখ করেছে। এছাড়া কুয়েতে 'এমকিউ-৯ রিপার'সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোনও রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র ক্যাম্প আরিফজান ও আলী আল সালেম বিমান ঘাঁটি মিলিয়েই মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার সেনা মোতায়েন রয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত-সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) আল ধাফরা বিমান ঘাঁটিতে একটি মার্কিন সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে। এটি একটি কৌশলগত ঘাঁটি যা গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং কম্ব্যাট এয়ার অপারেশন (যুদ্ধ বিমান অভিযানে) সাহায্য করে। এই ঘাঁটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮০ তম এয়ার এক্সপিডিশনারি উইং রয়েছে। এটি দশটি বিমান স্কোয়াড্রন নিয়ে গঠিত এমন এক বাহিনী যেখানে ''এমকিউ -৯ রিপার্স''-এর মতো ড্রোনও আছে।

ইরাক-সাদ্দাম হোসেনের পতনের সময় ইরাকের ৫০০টিরও বেশি ঘাঁটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার সেনা মোতায়েন ছিল। তবে বর্তমানে দেশটিতে প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে এবং ওয়াশিংটন তাদের ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করার জন্য বাগদাদ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এটি ''ইসলামিক স্টেট'' নামক গোষ্ঠীকে রুখতে আন্তর্জাতিক জোটের অংশ। এখানে মার্কিন সামরিক বাহিনী মূলত কুর্দিস্তানের দু''টি বিমান ঘাঁটি- আল আসাদ এবং ইরবিল থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই ঘাঁটিগুলি এবং ওই দেশের অন্যান্য ছোটখাটো ঘাঁটিগুলিকে ইরানের-মিত্র গোষ্ঠীগুলির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সিরিয়া সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর সূত্রপাত হয়েছিল ২০১১ সালে ওই দেশে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের সময় থেকে। পরবর্তীতে সিরিয়া ও ইরাকের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল দখল করে ফেলে ওই গোষ্ঠী। সিরিয়াজুড়ে বিভিন্ন ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর প্রায় দুই হাজার সদস্য রয়েছে যারা এই গোষ্ঠীটির পুনরুত্থান ঠেকাতে স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করছে। গত জুন মাসে ওয়াশিংটন ঘোষণা করে যে, ওই দেশে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত সামরিক ঘাঁটির সংখ্যা আট থেকে কমিয়ে একটিতে নামিয়ে আনবে এবং সিরিয়ার বিষয়ে তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনবে 'কারণ এগুলোর কোনোটিই কাজ করেনি।' ট্রাম্প অপ্রত্যাশিতভাবে গত মে মাসে সিরিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তার সরকার সিরিয়ার নতুন ''ডি ফ্যাক্টো'' নেতা আহমেদ শারার সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আহমেদ শারার নেতৃত্বে ২০২৪ সালের শেষের দিকে বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়।

বেগম রোকেয়া কেনো আজো প্রাসঙ্গিক

আলমগীর মোহাম্মদ

বাঙ্গালী নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) একটি নাম, একটি ইতিহাস এবং একইসঙ্গে নারী মুক্তি আন্দোলনের এক অনন্ত প্রেরণার উৎস। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দুর্লঙ্ঘনীয় অবরোধের বেড়াজাল ছিন্ন করে তিনি জ্ঞানের মশাল হাতে দাঁড়িয়েছিলেন পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিম নারীদের অন্ধকারে ঢাকা জীবনে আলো ফেরানোর জন্য।

তিনি কেবল নারী শিক্ষার প্রবক্তাই ছিলেন না, ছিলেন একজন সমাজ-দার্শনিক, সাহিত্যিক, এবং সর্বোপরি একজন অদম্য লড়াকু সংগঠক। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন আমরা নারী-পুরুষের সম-অধিকার, জেন্ডার ইকুয়ালিটি এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলি, তখন বেগম রোকেয়ার প্রাসঙ্গিকতা বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না, বরং তাঁর চিন্তা ও দর্শন আরও বেশি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাঁর প্রাসঙ্গিকতা কোনো নির্দিষ্ট সময়কালের ফ্রেমে আবদ্ধ নয়; যতদিন পর্যন্ত সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য থাকবে, ততদিন তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের কাছে এক অনিবার্য পাথেয় হয়ে থাকবে। বেগম রোকেয়া তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মে বারবার একটি বিষয় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেননারীর মুক্তি কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন বা তথাকথিত শিক্ষিত হওয়ার মধ্যে নিহিত নয়, বরং শিক্ষা হতে হবে নারীর আত্মবিশ্বাস, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিজস্ব সত্তা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এটি তাঁর শিক্ষা ভাবনার সবচেয়ে আধুনিক দিক। প্রথমত, তিনি শিক্ষাকে নারীর ''ক্ষমতায়ন'' (Empowerment) এর হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। তিনি বুঝেছিলেন, নারীকে কেবল ''ভালো স্ত্রী'' বা ''ভালো মা'' বানানোর জন্য শিক্ষা যথেষ্ট নয়; বরং এই শিক্ষা তাকে এমন এক মানুষে পরিণত করবে, যে তার নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণ করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, রোকেয়ার শিক্ষাচিন্তা ছিল একটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির, যার নাম বর্তমানে আউটকাম বেইজড এডুকেশন (Outcome Based Education - OBE)। অর্থাৎ, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সমাজের জন্য একটি ফলপ্রসূ (Outcome) ফলাফল নিয়ে আসা। তাঁর কাছে সেই ফলাফল ছিল: ১. অর্থনৈতিক মুক্তি (নারী যেন জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে কারো ওপর নির্ভরশীল না হয়), ২. মানসিক মুক্তি (নারী যেন কুসংস্কার ও মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তিবাদী হতে পারে), এবং ৩. নেতৃত্বের সক্ষমতা (নারী যেন ঘরে ও বাইরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে)। শিক্ষাকে কার্যকরভাবে সমাজে প্রয়োগ করার এই দর্শনই প্রমাণ করে যে তাঁর শিক্ষা ভাবনা আজকের দিনেও কতটা কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক। যদি দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিপুল সংখ্যক নারী শিক্ষকের অংশগ্রহণ না থাকত, তবে শিক্ষাব্যবস্থার ভিতটাই দুর্বল হয়ে যেত। এই অংশগ্রহণের ভিত্তি রোকেয়াই তৈরি করেছিলেন।

রোকেয়ার সবচেয়ে সাহসী এবং চিরন্তন প্রাসঙ্গিক দিকটি হলো তাঁর পুরুষতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ, যার ইংরেজি শিরোনাম ছিল 'God Gives– Man RobS' (বাংলায়: 'খোদা দেয়, পুরুষ কেড়ে নেয়')সেখানেই তাঁর এই দার্শনিক অবস্থান স্পষ্ট। রোকেয়া ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তাকে

দায়ী করেননি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টিকর্তা নারী-পুরুষকে সমান জ্ঞান ও অধিকার দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, অর্থাৎ ''Man'' (পুরুষ) সেই ঐশ্বরিক দান ও অধিকার ''Robs'' (কেড়ে নেয়)। এই ছিনতাই কেবল সম্পত্তির নয়, এটি নারীর মানসিক ও সামাজিক স্বাধীনতারও ছিনতাই। এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা আজও প্রশ্নাতীত। কারণ আজও বহু নারী পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন, ঘরে বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আজও নারীর মতামতকে উপেক্ষা করা হয়, এবং ঘরের কাজে নারীর শ্রমকে আজও অর্থনৈতিকভাবে মূল্য দেওয়া হয় না। রোকেয়ার এই বিশ্লেষণযে সমাজে নারীর বঞ্চনার মূল কারণ কোনো দৈব বিধান নয়, বরং মানবসৃষ্ট ব্যবস্থাতা নারীবাদের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তিনিই জুগিয়েছিলেন।

বেগম রোকেয়ার প্রাসঙ্গিকতা শুধু তাঁর লেখায় নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও চিঠিপত্রের মধ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত। তিনি শুধু স্বপ্ন দেখাননি, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য জীবনভর সংগ্রাম করেছেন। তাঁর চিঠিগুলো একজন সংগ্রামী নেত্রীর অনন্য প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। সংকল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পায় ১৯১১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে, যেখানে তিনি স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থ দিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর বাস্তববাদী সংগ্রাম ও অদম্য মনোবলের সাক্ষ্য বহন করে স্কুলের জন্য নিরন্তর স্থানান্তরের ধকল সহ্য করা এবং সমাজের অসহযোগিতার বিরুদ্ধে লড়াই। তিনি নিজেই আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমার হাড়ভাঙা খাটুনির পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তি ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।' কিন্তু এইসব ভ্রূকুটিকে তিনি থোড়াই কেয়ার করে নিজের লক্ষ্যে অটল থেকেছেন। তাঁর চিঠিগুলি প্রমাণ করে যে তিনি কেবল ভাবুক ছিলেন না, ছিলেন একজন সুসংগঠক। সামান্য অর্থ গ্রহণের পর হিসাবের খাতায় সঠিক নাম লেখার তাগিদ দেওয়া থেকে শুরু করে, নিকটজনদের কাছে আবেগকে সরিয়ে স্কুলের জন্য চাঁদা চাওয়ার মতো কঠিন কাজও তিনি করেছেন।

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে বলা যায়, বেগম রোকেয়ার প্রাসঙ্গিকতা আজও আমাদের এই প্রশ্নটির সামনে দাঁড় করায়নারী কি ঘরে ও বাইরে সম্মানিত? রোকেয়া যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল: ১. বঞ্চনা মুক্তি (বাপ, ভাই, জামাই ও সন্তানের হাতে কোনো নারী যেন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়), এবং ২. অবরোধের অবসান (শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারী যেন সমাজের ''খোলা মনে'' অংশ নিতে পারে)। সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চশিক্ষিত নারীর ওপর পারিবারিক বা সামাজিক সহিংসতার ঘটনা, কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য, কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের উপেক্ষার মতো ঘটনাগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয়রোকেয়ার যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি। নারীর প্রকৃত মুক্তি তখন আসবে, যখন সে কেবল শিক্ষিত হয়ে উঠবে না, বরং ঘরে ও বাইরে মর্যাদার সঙ্গে এবং সমানাধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে।

বেগম রোকেয়া তাঁর সময়ে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলেন, তা আজও আমাদের সমাজের কাঠামোগত দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করে। তাঁর জীবন থেকে আমরা শিখি: প্রতিকূলতা যত গভীরই হোক না কেন, শিক্ষা ও সংকল্পের মাধ্যমে তা অতিক্রম করা সম্ভব। তাঁর দূরদর্শী শিক্ষা ভাবনা, পুরুষতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা, এবং অদম্য সাংগঠনিক নেতৃত্বএই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করেই বেগম রোকেয়া চিরকাল আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অপরিহার্য বাতিঘর হয়ে থাকবেন। তাঁর দেখানো পথ ধরে বাংলার নারী সমাজ এগিয়ে চলুকএই হোক রোকেয়া দিবসের শপথ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ব্রহ্মপুত্রে লাইট হাউস নিরাপদ নৌপরিবহন পর্যটকদের নতুন আকর্ষণ কেন্দ্রঃ সর্বানন্দ

গুয়াহাটি।। কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে চারটি নদী ভিত্তিক লাইট হাউজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন, প্রথমবারের মতো চিহ্নিত করে দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথে লাইট হাউস পরিকাঠামো স্থাপন করা হবে। গুয়াহাটির লচিত ঘাটে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ লাইটহাউস অ্যান্ড লাইটশিপস এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ।৫চারটি স্থান-ডিব্রুগড় জেলার বোগিবিল, কামরূপ (মেট্রো) জেলার পান্ডু, নওগাঁ জেলার শিলঘাট, নদীর দক্ষিণ তীরে এবং বিশ্বনাথ জেলার বিশ্বনাথ ঘাট, উত্তর তীরে একমাত্র, ব্রহ্মপুত্র (জাতীয় জলপথ-২) বরাবর ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পণ্য ও যাত্রী করিডোরের কৌশলগত পয়েন্টে অবস্থিত। চারটি লাইট হাউজের জন্য প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৮৪ কোটি টাকা। প্রতিটি লাইট হাউস ১৪ নটিক্যাল মাইলের ভৌগলিক পরিসীমা এবং ৮-১০ নটিক্যাল মাইলের আলোকসজ্জা পরিসীমা সহ ২০ মিটারে উন্নীত হবে, যা সম্পূর্ণরূপে সৌর শক্তি দ্বারা চালিত। নৌপরিবহন পরিকাঠামোর পাশাপাশি, প্রতিটি স্থানে একটি করে জাদুঘর, অ্যাম্ফিথিয়েটার, ক্যাফেটেরিয়া, শিশুদের খেলার জায়গা, স্যুভেনির শপ এবং ল্যান্ডস্কেপ পাবলিক স্পেস থাকবে, যা প্রতিটি লাইট হাউস কে পর্যটন ল্যান্ডমার্কের পাশাপাশি একটি কার্যকরী সামুদ্রিক সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে নতুন বাতিঘরগুলি দিনরাত সব সময়েই নিরাপদ নেভিগেশন সক্ষম করবে, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ সেন্সরগুলিকে সামঞ্জস্য করবে এবং নদীতে মালবাহী ও যাত্রী চলাচলের টেকসই বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নেভিগেশনাল পরিকাঠামো সরবরাহ করবে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ জলপথ কেবল সড়ক ও রেলপথের বিকল্প নয়, এগুলি আমাদের অর্থনীতির শক্তি গুণক হিসাবে শক্তিশালী ও সক্ষম করা হচ্ছে। জলের মাধ্যমে এক টন পণ্য পরিবহনের খরচ সড়ক পরিবহনের চাহিদার একটি ভগ্নাংশ, কার্বনের একটি ভগ্নাংশ উৎপন্ন করে এবং যাত্রী ও সময়-সংবেদনশীল পণ্যের জন্য আমাদের মহাসড়কগুলিকে মুক্ত করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসাম সরকারের পর্যটন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, পরিবহণ মন্ত্রী চরণ বোরো, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লাবারুহ, গুয়াহাটির সাংসদ বিজুলি কালিতা মেধী এবং পূর্ব গুয়াহাটির বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। উপস্থিত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে ছিলেন বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের সচিব বিজয় কুমার, এবং ডিজিএলএল-এর মহানির্দেশক এন মুরুগানন্দম।সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, জলপথগুলি একটি নির্ণায়ক ব্যয় সুবিধা প্রদান করে। অভ্যন্তরীণ জলপথে এক টন পণ্য পরিবহন করতে সড়ক পরিবহনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং রেলের অর্ধেক খরচ হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো একটি অঞ্চলের জন্য, যেখানে সড়ক পরিকাঠামো ক্রমাগত যানজট এবং ভূখণ্ড উভয়ের চাপের মধ্যে রয়েছে, ব্রহ্মপুত্রকে একটি পূর্ণ-স্কেল মালবাহী করিডোর হিসাবে সক্রিয় করা কোনও পছন্দ নয় বরং একটি প্রয়োজনীয়তা। দীর্ঘ সময় ধরে, কংগ্রেস এটিকে উপেক্ষা করে, যার ফলে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ ব্রহ্মপুত্রের সুযোগের অভাব দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে এই সুযোগকে বাস্তবায়িত করার এবং এই রাজকীয় নদীকে অসমের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত বাহক হিসাবে রূপান্তরিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে আই.ডব্লিউ.এ.আই এবং ডি.জি.এলএ.ল-এর মধ্যে চারটি সাইটকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

চলতি বছরেই শেষ হতে পারে কৈলাসহরের ২০০ আসন বিশিষ্ট যুব আবাস

কৈলাসহর, ৬ মার্চ: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাপুর এলাকায় নির্মীয়মান ২০০ আসন বিশিষ্ট যুব আবাসের কাজ চলতি বছরের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ হতে পারে বলে জানালেন মন্ত্রী টিংকু রায়।
বৃহস্পতিবার সকালে নির্মাণাধীন প্রকল্পটি পরিদর্শনে এসে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।
প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই যুব আবাসে আধুনিক আবাসন সুবিধার পাশাপাশি একটি কনফারেন্স হলও থাকবে। মন্ত্রী জানান, রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য স্তরের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় খেলোয়াড়দের থাকার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের যে সমস্যা ছিল, এই প্রকল্প চালু হলে তার সমাধান হবে।
তিনি আরও জানান, যুব আবাসের পাশেই ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেলও নির্মাণ করা হচ্ছে। দুটি প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে বলে জানান তিনি।
মন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হলে কৈলাসহরে ক্রীড়া ও যুব কার্যক্রম আরও গতি পাবে এবং বাইরের জেলা ও রাজ্য থেকে আসা খেলোয়াড় ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো হিসেবে কাজ করবে।

ট্রিপারের ধাক্কায় গুরুতর আহত বাইক আরোহী

আগরতলা, ৬ মার্চ: বৈদ্যবাড়ী এলাকায় দ্রুত গতিতে চলা একটি দশ চাকার ট্রিপারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এলাকাবাসীর হাতে আটক হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বৈদ্যবাড়ী এলাকায় হঠাৎ করেই দ্রুতগতির ট্রিপার গাড়িটি একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে বাইক আরোহী গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এলাকাবাসীরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে। ধাওয়া করে অবশেষে অমরপুরের পাহাড়পুর এলাকায় গিয়ে ট্রিপার গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হন স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আহত বাইক আরোহীকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অসমে আবারও ধাক্কা এআইইউডিএফে দল ছাড়লেন আরও এক বিধায়ক

গুয়াহাটি, ৬ মার্চ (আইএএনএস): আসামে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আবারও বড় ধাক্কা খেল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)। দলটির হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জাকির হুসেন লস্কর শুক্রবার দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।
লস্করের এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনী আবহে এআইইউডিএফের অন্দরমহলে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে তিনি প্রকাশ্যে এখনও পর্যন্ত দল ছাড়ার সুনির্দিষ্ট কারণ জানাননি।
এদিকে লস্করের পদত্যাগ এমন এক সময়ে ঘটল, যখন দল ইতিমধ্যেই দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বদরপুরের বিধায়ক আবদুল আজিজ এবং সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিম উদ্দিন বরভুঁইয়াকে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ছয় বছরের জন্য সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে। করিম উদ্দিন বরভুঁইয়া একই সঙ্গে দলের সহ-সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন।
দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দুই বিধায়কের কার্যকলাপ দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল। তাদের আচরণকে বিতর্কিত ও সংগঠনের স্বার্থবিরোধী বলে অভিযোগ করা হয়েছে। দলের দাবি, তাদের কর্মকাণ্ডে দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এটি দলীয় শৃঙ্খলার গুরুতর লঙ্ঘন।
দলের অভিযোগ, ওই দুই বিধায়ক অন্য একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করছিলেন এবং দলবদলের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। দলীয় সংবিধানের বিধান মেনে এই স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নির্দেশে স্বাক্ষর করেন দলের সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন) হাফিজ বশির আহমেদ।
এর আগে বৃহস্পতিবার করিম উদ্দিন বরভুঁইয়া জানিয়েছিলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, "শান্তি ও সম্প্রীতির স্বার্থে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে আমি এআইইউডিএফ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"
তবে ভবিষ্যতে তিনি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি। যদিও রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, তিনি শাসক জোটের শরিক অসম গণ পরিষদে যোগ দিতে পারেন এবং কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে করিম উদ্দিন বরভুঁইয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হয়েছে।
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দলের একাধিক নেতা দলবদল করেছেন বা ইঙ্গিত দিয়েছেন, যার ফলে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ ক্রমশ নতুন মোড় নিচ্ছে।
করিম উদ্দিন বরভুঁইয়া দক্ষিণ আসামের এক পরিচিত রাজনৈতিক মুখ এবং দীর্ঘদিন ধরে এআইইউডিএফের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, যা বরাক উপত্যকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবি ইস্যুতে কেন্দ্রকে কটাক্ষ শিবসেনা (ইউবিটি)-র

মুম্বই, ৬ মার্চ (আইএএনএস): ভারত মহাসাগরে ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ ডুবে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের কূটনৈতিক অবস্থান নিয়ে তীব্র সমালোচনা করল শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে গোষ্ঠী)। দলের মুখপত্র 'সামনা'-র সম্পাদকীয়তে এই ঘটনাকে "কূটনৈতিক বিপর্যয়" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ইরানের নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'আইআরআইএস ডেনা' সম্প্রতি ভারতের আমন্ত্রণে বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক নৌ-অভিযানে অংশ নিয়েছিল। সেই সময় জাহাজটিকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উপস্থিতিতে সম্মান জানানো হয়েছিল।
দলের অভিযোগ, ওই যুদ্ধজাহাজটি পরে ভারত মহাসাগরে একটি মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো হামলায় ডুবে যায় এবং এতে প্রায় ১০০ জন নৌসেনা সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। সম্পাদকীয়তে দাবি করা হয়েছে, এই হামলার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমা ও নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।
'সামনা'-তে আরও বলা হয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধের প্রভাব এখন ভারতের উপরও পড়তে শুরু করেছে। এটি কেবল একটি সামরিক ঘটনা নয়, বরং ভারতের মর্যাদা ও সুনামের উপর আঘাত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
সম্পাদকীয়তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে 'দাদাগিরি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, এই ঘটনার পর ভারতের সীমান্ত ও কূটনৈতিক অতিথিদের নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারের সক্ষমতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে।
দলের অভিযোগ, এত বড় ঘটনার পরেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এখনও পর্যন্ত কোনও দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানাননি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ প্রতিবাদও জানানো হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে।
এছাড়া সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, বর্তমানে ভারত ব্রিকস গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করছে এবং ইরানও এই গোষ্ঠীর সদস্য। তবুও অংশীদার দেশের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্র সরকার কোনও বিবৃতি দেয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে।দলের মতে, সরকার একদিকে ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে তুলে ধরার কথা বলছে, অন্যদিকে এমন পরিস্থিতিতে দৃঢ় অবস্থান নিতে না পারায় দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমান নেতৃত্ব যদি এ ধরনের ঘটনায় নীরব থাকে, তবে বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি দুর্বল হয়ে পড়বে বলেও সম্পাদকীয়তে সতর্ক করা হয়েছে।

শপিয়ানে বড় আর্থিক প্রতারণার মামলায় এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের ৫ কর্মকর্তার জামিন আবেদন খারিজ

শ্রীনগর, ৬ মার্চ(আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের শপিয়ানে জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শুক্রবার এইচডিএফসিব্যাঙ্কের পাঁচ কর্মকর্তার জামিন আবেদন খারিজ করেছেন। তাঁরা শপিয়ান শাখায় সংঘটিত বড় আর্থিক প্রতারণার মামলায় অভিযুক্ত।
আফিসিয়াল সূত্রে জানা গেছে, এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া পাঁচ কর্মকর্তার জামিন আবেদন শুনানি শেষে সিজেএমশপিয়ান দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মামলাটি জম্মু ও কাশ্মীর ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইকোনমিক অফেন্স উইং কাশ্মীর দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা বলছেন, এটি মামলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।
আসামিদের মধ্যে রয়েছেন: আদিল আয়ুব গানাই, মেমেন্দার শপিয়ান-এর বাসিন্দা, বর্তমানে হামজা কলোনি, বাঘাত-ই-কানিপোরা, নওগাম-এ অবস্থানরত। ইরফান মাজিদ জারগার, শেইখ মহল্লা, বোনিগাম, শপিয়ান-এর বাসিন্দা। মুবাশির হুসাইন শেইখ, কারেনা, কুলগাম-এর বাসিন্দা। জায়েদ মানজুর, দাগেরপোরা, খানাবাল, আনন্তনাগ-এর বাসিন্দা। জাভেদ আহমাদ ভাট, বেলো রাজপোরা, পলওয়ামা-এর বাসিন্দা।
সূত্রের বরাতে জানা গেছে, তদন্তের সময় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বর্তমানে তাঁরা শ্রীনগরের সেন্ট্রাল জেলে বিচারিক হেফাজতে রয়েছেন।
শুনানিতে, ইকোনমিক অফেন্স উইং কাশ্মীরের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর ওয়াসিম আহমেদ শাহ জামিনের বিপক্ষে তর্ক করেছেন। বিস্তারিত শুনানি ও মামলার নথি যাচাইয়ের পর সিজেএম শপিয়ান এফআইআর নং ৩০/২০২৫ অনুযায়ী জামিন আবেদন খারিজ করেন।

১৩ দফা দাবিতে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জেলাশাসকের কাছে এআইডিওয়াইও-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে ১৩ দফা দাবিকে সামনে রেখে গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের কাছে জমা দিল এআইডিওয়াই।
জানা যায়, সংগঠনের পক্ষ থেকে গত এক মাস ধরে সারা দেশজুড়ে গণস্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেই অভিযানে সংগৃহীত স্বাক্ষরসম্বলিত স্মারকলিপি বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সদর মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা।
স্মারকলিপিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছেকেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করা, মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতা প্রদান করা এবং নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা। এছাড়াও মোট ১৩ দফা দাবিকে সামনে রেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

নাবালিকাল ঝুলন্ত মৃতদহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: রাজধানীর দক্ষিণ রামনগর এলাকায় এক ১৪ বছরের নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খুন না আত্মহত্যাতা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন এলাকাবাসী।
জানা গেছে, মৃতা নাবালিকার বয়স ১৪ বছর এবং সে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাড়ি সাব্রুমের পশ্চিম জলাফা এলাকায়। গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে সে দক্ষিণ জয়নগরের জয়সুন্দরী জে বি স্কুলের সামনে মনি দেব নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে থাকত। পরিবার সূত্রে জানা যায়, নাবালিকার বাবা টুটন দেবনাথ দিনমজুরের কাজ করেন এবং মা জয়ন্তী দেবনাথ বিভিন্ন বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করেন।বৃহস্পতিবার দক্ষিণ রামনগরের জয়সুন্দরী জে বি স্কুলের সামনে নাবালিকার নিথর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জয়েনিং লেটার দেওয়ার দাবিতে শিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়োগপ্রাপ্তদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: টিআরবিটির মাধ্যমে নিয়োগপত্র পাওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে জয়েনিং লেটার না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এসটিজিটি কোর্সের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীরা। অবিলম্বে জয়েনিং লেটার দেওয়ার দাবিতে তারা বৃহস্পতিবার শিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।জানা যায়, টিআরবিটির মাধ্যমে এসটিজিটি কোর্সের জন্য গত বছরের ২৪ নভেম্বর প্রার্থীদের অফার লেটার দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রার্থীরা ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সমস্ত নথিপত্র জমা দেন। তবে এতদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত তাদের হাতে জয়েনিং লেটার তুলে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।
এই পরিস্থিতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীরা শিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দ্রুত জয়েনিং লেটার দেওয়ার দাবি জানান।
এদিকে দীর্ঘদিন ধরে জয়েনিং লেটার না পাওয়ায় তারা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং অবিলম্বে সমস্যার সমাধান করার জন্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বিলোনীয়া ককবরক ভাষা শহীদকে শ্রদ্ধা জানাল সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ মার্চ: বিলোনিয়ায় ককবরক ভাষা শহীদকে শ্রদ্ধা জানাল সিপিআইএম। ১৯৭৫ সালের ৩ মার্চ ককবরক ভাষার স্বীকৃতির দাবি সহ চার দফা দাবি জানাতে গিয়ে বিলোনীয়া মনিরামপুরের যুবক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার একান্নতম শহীদ দিবস পালন করে সিপিআইএম।সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শহীদ দান দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি বিলোনীয়া ছাত্র যুব ভবন প্রাঙ্গনে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পালন করা হয়। এই ছাত্র - যুব ভবন প্রাঙ্গনে ককবরক ভাষা শহীদের স্মৃতিচারন করে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক।এছাড়া শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরার জন্মস্থান ঋষ্যমুখ ব্লকের মনিরামপুরে ধনঞ্জয় ত্রিপুরার মূর্তি ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) দক্ষিন জেলা সম্পাদক তাপস দত্ত।এছাড়া বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে এইদিন যথাযথ মর্যাদার সাথে ককবরক ভাষা শহীদকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।কর্মসূচী গুলিতে উপস্থিত থেকে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক অশোক মিত্র, সিপিআই(এম) নেতা ত্রিলকেশ সিনহা, অরূপ মজুমদার, বাবুল দেবনাথ, জ্যোতীর্ময় সোম, আশিষ দত্ত, রিপু সাহা, দীপক উচাই, সুবীর ত্রিপুরা, নির্মল ভৌমিক, ভজন দাস অন্যান্যরা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মহিলা কমিশনের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা জানান, আগামী ৮ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের আটটি জেলায় মহিলা জন সুনবাই অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাগণ তাদের অসুবিধার কথা তুলে ধরতে পারবেন।
চেয়ারপার্সন জানান, এই কর্মসূচি আগামী ৮ মার্চ পশ্চিম জেলায়, ৯ মার্চ গোমতী ও সিপাহীজলা জেলায়, ১০ মার্চ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়, ১১ মার্চ খোয়াই এবং ধলাই জেলায়, ১২ মার্চ ঊনকোটি জেলায় এবং ১৩ মার্চ উত্তর ত্রিপুরা জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, আগামী ৭ মার্চ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্যালয়ে তেরে মেরে স্বপ্নে নামক একটি বিবাহ পূর্ব যোগাযোগ কেন্দ্র মহিলা কমিশনের উদ্যোগে খোলা হবে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজন বোধে বিয়ের আগে যুবক যুবতীদের কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। আগামী ১৭ মার্চ সুকান্ত একাডেমিতে নির্বাচিত মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে। ২০ মার্চ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে নজরুল কলাক্ষেত্রে পশ্চিম জেলার ৫ জন লাখপতি দিদিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী, সদস্য সচিব মাধব পাল সহ কমিশনের অন্যান্য সদস্য সদস্যাগণ।

টিবিমুক্ত ভারত গড়তে দুর্গম ডুম্বুর দ্বীপে স্বাস্থ্য সচেতনতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: যক্ষ্মামুক্ত ভারত গড়ার জাতীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজ করবুক মহকুমার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে এক বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ডুম্বুর হ্রদ অঞ্চলের দ্বীপগুলোতে বসবাসকারী মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধিরা নৌকায় দ্বীপগুলোতে যান।এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন করবুক মহকুমার এসডিএমও ডাঃ ধনমণি ত্রিপুরা এবং তীর্থমুখ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির পিএইচসি-এর মেডিকেল অফিসার ডাঃ অতনু লস্কর। এই এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের কাছে সরাসরি পৌঁছাতে বিশেষ নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। নৌকাগুলিকে টিবি মুক্ত ভারতের প্রচার সজ্জা দিয়ে সাজানো হয়। অভিযানে অংশগ্রহণকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে ছিল টিবি বিরোধী সচেতনতামূলক ফ্লেক্স এবং বিভিন্ন প্রচারপত্র। বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাসিন্দাদের যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ, সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং যক্ষ্মা রোগীদের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন।জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এই কার্যক্রমে তীর্থমুখ পিএইচসি-এর আশা ফ্যাসিলিটেটর এবং সকল আশাকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার আলো পৌঁছে দিতে এবং যক্ষ্মামুক্ত সমাজ গড়তে এই কর্মসূচি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানীয়দের যক্ষ্মা রোগের কুফল এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই উদ্যোগকে দ্বীপের বাসিন্দারা সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার এই প্রয়াস এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের কিছু গন্তব্যে ধীরে ধীরে বিমান পরিষেবা পুনরায় শুরু করল ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (আইএএনএস): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল ও ইরানের সংঘাতের জেরে আকাশপথে নানা বিধিনিষেধ জারি থাকায় এখনও হাজার হাজার বিমান পরিষেবা বাতিল রয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই শুক্রবার থেকে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি গন্তব্যে সীমিত পরিসরে ধীরে ধীরে বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করতে শুরু করেছে ভারতের একাধিক বিমান সংস্থা।
বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগো জানিয়েছে, শুক্রবার তারা মধ্যপ্রাচ্যের আটটি গন্তব্যে মোট ১৭টি উড়ান পরিচালনা করবে, যা ৩৪টি যাত্রাপথে চলাচল করবে। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিরাপদভাবে পরিষেবা পুনরায় চালু করতে তারা সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে।
এদিকে এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সৌদি আরব ও ওমানের আকাশপথ খুলে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার পর জেদ্দা ও মাসকাটের সঙ্গে বিমান পরিষেবা পুনরায় শুরু করা হয়েছে।
অন্যদিকে স্পাইসজেট জানিয়েছে, যাত্রীদের যাতায়াত সহজ করতে ৬ ও ৭ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ভারতে বিশেষ উড়ান পরিচালনা করা হবে। এছাড়াও ৮ মার্চ অতিরিক্ত উড়ান চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্ডিগো যাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছে, যাদের টিকিট বুক করা রয়েছে তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে বার্তা পাওয়ার পরই যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে ৬ মার্চ দুবাই, রাস আল খাইমা ও ফুজাইরাহ থেকে বিশেষ প্রত্যাবর্তন উড়ান পরিচালনা করা হবে।
তবে পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য গন্তব্যে নির্ধারিত উড়ান আপাতত ১০ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। ৪ মার্চ পর্যন্ত ইস্যু করা টিকিটের ক্ষেত্রে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চের মধ্যে যাত্রার জন্য যাত্রীরা অতিরিক্ত চার্জ বা ভাড়ার পার্থক্য ছাড়াই এক মাসের মধ্যে পুনরায় টিকিট বুক করতে পারবেন।
বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী চলাচল আগের দিনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে স্বাভাবিকের প্রায় ২৫ শতাংশে পৌঁছেছে।
তথ্য অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে আসা-যাওয়া মিলিয়ে মোট ৪৪ হাজারের বেশি উড়ান পরিচালনার কথা ছিল। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৫ হাজারেরও বেশি উড়ান বাতিল হয়েছে।
নাগরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন বিমান সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি আটকে পড়া যাত্রীদের সহায়তার জন্য একটি যাত্রী সহায়তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সময়ে বিমান ভাড়ায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যাতে না ঘটে সেদিকেও নজরদারি করা হচ্ছে।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 2 06-03-2026, 23:49

• কাজের সন্ধান •

মাধ্যমিক পাশদের থেকে রেলে প্রচুর চাকরি দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। মাধ্যমিক পাশদের থেকে রেলে চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক পাশদের থেকে রেলে প্রায় ২২ হাজার চাকরির দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনরায় প্রতাশিত হলো। রেল মন্ত্রকের অধীনে গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২,১৯৫টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে গ্রুপ-ডি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ২২,১৯৫ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২২,১৯৫টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য, এসটি'র জন্য, ওবিসি'র জন্য এবং ইডব্লিওএস-দের জন্য পদ সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া, প্রচুর সংখ্যক পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে বেশ কিছু পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। চাকরি হবে মূলতঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস, পয়েন্টস ম্যান, সিগন্যাল এন্ড টেলিকম, ট্র্যাক মেশিন, লোকো শেড, ব্রীজ, ট্র্যাক মেন্টেনার, হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ২০টি বিভিন্ন পদে। কাজ করতে হবে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রাফিক, মেডিক্যাল, স্টোরস্ ইত্যাদি বিভাগে। প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইটিআই পাশ বা এপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট থাকলেও আবেদন করতে পারবেন। শারীরিকভাবে সক্ষমতাও থাকতে হবে। বয়স ০১-০১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮-৩৩ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। সেপ্টেম্বর - অক্টোবরের মধ্যে পরীক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ বা ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৯ মার্চের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং. আরআরসি-০৯/ ২০২৫।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-ডি (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ২২,১৯৫টি,
যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, অপারেটর (আধার পরিষেবা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (পাওয়ার গ্রিড)**
শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা ১৯ জুলাই, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (এইমস্),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি (নার্সিং) ... পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ১১ এপ্রিল,
কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (শিল্পোন্নয়ণ ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেট্রো রেল)**
শূন্যপদ ঃ ২৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে ৩৪৯ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্টপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০ - ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা ১৯ জুলাই, কেন্দ্র আগরতলা। এককথায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে ৩৪৯ জন নিয়োগ করবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্ডো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ এবং এসএসবি এই ৫ কেন্দ্রীয় বাহিনীতে। নিয়োগ হবে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট)-২০২৬ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থিবাছাই করবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই পরীক্ষা হবে ১৯ জুলাই। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলায়। এভাবে সব ক'টি রাজ্যের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

নিয়োগ হবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ১০৮টি। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ৭০টি। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ১০৬টি। আইটিবিপি-তে ১২টি। এস এস বি বা সীমা সুরক্ষা বল: মোট শূন্যপদ ৫৩টি।

কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এনসিসি-র 'বি' অথবা 'সি' সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। যাঁরা এবছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮৬ ও ৮১ সেমি, ওজন কমপক্ষে ৫০ কেজি। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি, ওজন কমপক্ষে ৪৬ কেজি। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে চশমা-সহ ভালো চোখে ৬/৬ এবং খারাপ চোখে ৬/১২ অথবা দু'চোখেই ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে জে-১ ও খারাপ চোখে জে-২ মানের। রং চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা চাই। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি, বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না। এক কথায় প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল হতে হবে।

আবেদন করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ১২ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১২ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও স্ক্যান করে রাখতে হবে আপলোড করার জন্য। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৮/২০২৬ - সিপিএফ, তারিখ ২১.০২.২০২৬।

প্রার্থিবাছাই হবে ৩টি ধাপে। প্রথম ধাপে ৪৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রথমপত্রে থাকবে ২৫০ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপের মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক জেনারেল এবিলিটি এবং ইন্টেলিজেন্স বিষয়ের প্রশ্ন সময় পাবেন ২ ঘণ্টা। দ্বিতীয়পত্রে থাকবে ২০০ নম্বরের জেনারেল স্টাডিস, এসে ও কম্প্রিহেশন বিষয়ের প্রশ্ন। সময় পাবেন ৩ ঘণ্টা। দ্বিতীয় ধাপে হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এতে থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, সর্বাধিক ৩টি সুযোগে ৩.৫ মিটার লং জাম্প এবং ৭.২৬ কেজি ওজনের শটপাট ৪.৫ মিটার দূরত্বে ছুড়তে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৪ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, সর্বাধিক ৩টি সুযোগে ৩ মিটার লং জাম্প। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মেডিক্যাল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। তৃতীয় ধাপে থাকবে ১৫০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্ট।

সর্বভারতীয় স্তরে এইমস্- এ আড়াই হাজার নার্সিং অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে এইমস্-এ নার্সিং অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ২৫৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি (নার্সিং) ... পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার তারিখ ১১ এপ্রিল, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স বা এইমস্-এর দেশ জুড়ে প্রায় সব ক'টিতেই নার্সিং অফিসার পদে চাকরির বিশেষ উদ্যোগ চলছে। এযাত্রায় সারা দেশে পুরোপুরি কার্যকরি ২৬টি এইমস্ ও সমতূল্যপ্রতিষ্ঠানের জন্য ২,৫৫১ জন নার্সিং অফিসার নিয়োগ করা হবে, জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের থেকে। বিএসসি নার্সিং অথবা ডিপ্লোমা নার্সিং বা জিএনএম পাশদের জন্য সারা দেশ জুড়ে এইমস্-এ চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। বাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ। তার আগে নিজের একটি স্থায়ী বৈধ ইমেল আইডি ছাড়াও তৈরী রাখতে হবে নিজের পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটোর ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা ইমেজ। কিভাবে করবেন তাও বিশদ নির্দেশ সহ বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্তে সেই স্বাক্ষর ও ছবি আপলোড করতে হবে। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি অনলাইনে অর্থাৎ মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মেটানো হয়ে গেলে অবশ্যই ই-রিসিপ্টের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, তা যত্ন করে রাখতে হবে, পরীক্ষা হলে দাখিল করার জন্য। সমস্ত রসিদই পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে, ফলে এসবেরই একটা করে বাড়তি জেরক্স নিজের কাছে রেখে দেওয়া ভালো। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অন্য কোনও উপায়ে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার কোনও পদ্ধতি নেই। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে সাইটে গিয়ে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করবেন। খুবই সাবধানে ফর্ম পূরণ করবেন, কোনও রকম ভুল হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। তুলনামূলক বিচারে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পাশাপাশি, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সুবিধা অধিক। এতে জক্কি-ঝামেলাও কম, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে ১০০ ভাগ নিশ্চিতও হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ফটো, সই ইত্যাদি আপলোড করে দরখাস্ত সাবমিট করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি দরখাস্তের একটা প্রিন্ট-আউট যথারীতি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠানোর পাশাপাশি এক সেট নিজের কাছেও নিয়ে রাখবেন, পরীক্ষা হল-এ দাখিলের জন্য। শূন্যপদ হলো — পদের নামঃ নার্সিং অফিসারঃ মোট শূন্যপদ ৩,৮০৩টি। এর মধ্যে এইমস্ নিউ দিল্লির জন্য ২৮২টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯৮টি, ওবিসির জন্য ১০০টি, এসসি'র জন্য ৩৮টি, এসটি'র জন্য ২৮টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৮টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ ভুবনেশ্বরের জন্য ৫৫টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩১টি, ওবিসির জন্য ৯টি, এসসি'র জন্য ৭টি, এসটি'র জন্য ৩টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ দেওঘরের জন্য ১০৪টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৭টি, ওবিসির জন্য ২৩টি, এসসি'র জন্য ১৭টি, এসটি'র জন্য ৭টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১০ পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ গোরখপুর-এর জন্য ২০৩টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯১টি, ওবিসির জন্য ৫২টি, এসসি'র জন্য ৩২টি, এসটি'র জন্য ১৪টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৪ পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ গুয়াহাটি-এর জন্য ৭৮টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৭টি, ওবিসির জন্য ২৪টি, এসসি'র জন্য ১৪টি, এসটি'র জন্য ২টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১১ পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ কল্যাণীর জন্য ২০৫টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৭টি, ওবিসির জন্য ১৫টি, এসসি'র জন্য ৩০টি, এসটি'র জন্য ১৭টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ০৬টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ মঙ্গলগিরির জন্য ৮৮টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩০টি, ওবিসির জন্য ২৬টি, এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ৭টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৩ পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ নাগপুর-এর জন্য ৫৬টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি, ওবিসির জন্য ১৫টি, এসসি'র জন্য ৬টি, এসটি'র জন্য ৪টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫ পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ পাটনার জন্য ১৬৮টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬৬টি, ওবিসির জন্য ৫০টি, এসসি'র জন্য ২৮টি, এসটি'র জন্য ১২টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১২ পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ রাইবেরেলির জন্য ৮৫টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪০টি, ওবিসির জন্য ১৮টি, এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ৬টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৯ পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ রাইপুর-এর জন্য ৪৩টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৯টি, ওবিসির জন্য ১২টি, এসসি'র জন্য ৭টি, এসটি'র জন্য ২টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। এইমস্ ঋষিকেশ-এর জন্য ৬৪টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩০টি, ওবিসির জন্য ১৬টি, এসসি'র জন্য ১০টি, এসটি'র জন্য ২টি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬ পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা জিএনএম অথবা বিএসসি নার্সিং বা পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে এবং নার্সিং কাউন্সিলে রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে হবে। সঙ্গে নির্দিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৬-৩-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩০ বছর। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড অনুযায়ী ৯,৩০০ - ৩৪,৮০০ টাকা, সঙ্গে গ্রেড পে রয়েছে ৪,৬০০ টাকা প্রতি মাসে। তবে এখন বেতন দেওয়া হবে পে মেট্রিক্স লেভেল ৭ অনুযায়ী।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ লিখিতপরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কললেটারের মধ্যে পরীক্ষার দিনক্ষণ এবং স্থান সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা থাকবে। তবে পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ স্থির হয়েছে ১১ এপ্রিল। ত্রিপুরার প্রার্থীরা কোন্ পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা অনলাইনে আবেদনের সময় উল্লেখ করতে হবে। মোট কথা 'সিটিচয়েজ' করার সুযোগ পাবেন অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময়।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। * রেল মন্ত্রকে **গ্রুপ-ডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২২,১৯৫টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রেল মন্ত্রকে **গ্রুপ-ডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২,১৯৫টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে আধার পরিষেবা কেন্দ্রসমূহে **সুপারভাইজর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * পাওয়ার গ্রিডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনে বিশেষ করে নিরাপত্তা বাহিনীতে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা ১৯ জুলাই, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * এইমস-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি (নার্সিং) ... পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ১১ এপ্রিল, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আর্মিতে **এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * শিল্পোন্নয়ণ ব্যাঙ্কে **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * মেট্রো রেলে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

কেরালায় বিধানসভা ভোটের আগে সিপিআই(এম)-এ বিরল ভিন্নমত, চাপে পিনারাই

তিরুবনন্তপুরম, ৬ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেরালার শাসক দল সিপিআই(এম)-এর অন্দরে বিরল ভিন্নমতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে এগোতে গিয়ে এই পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দলটির কঠোর সংগঠন শৃঙ্খলার জন্য পরিচিত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক পদত্যাগ ও প্রকাশ্য মতবিরোধ সামনে এসেছে। এতে দলের ঐক্যের ভাবমূর্তি কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

ইতিমধ্যে দলের তিনজন প্রাক্তন বিধায়ক দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাক্তন বিধায়ক আয়েশা পোত্তি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, অন্যদিকে দেবিকুলামের প্রাক্তন বিধায়ক এস. রাজেন্দ্রন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

এদিকে প্রাক্তন বিধায়ক পি.কে. শশী প্রকাশ্যে ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন। বৃহস্পতিবার পালাক্কাড়ে আয়োজিত একটি বৃহৎ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তিনি। জানা গেছে, সিপিআই(এম)-এর পাঁচটি শক্ত ঘাঁটির বিধানসভা কেন্দ্রে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে আলাপ্পুঝা জেলাতেও, যা দীর্ঘদিন ধরেই সিপিআই(এম)-এর শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেখানকার দুইবারের প্রাক্তন মন্ত্রী জি. সুধাকরণ দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করেছেন, তাকে অপমান করা হয়েছে।

জি. সুধাকরণ তাঁর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ জানাতে সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে তা স্থগিত করা হয়। এই বিষয়ে পলিটব্যুরো সদস্য এম.এ. বেবি এবং রাজ্য সম্পাদক এম.ভি. গোবিন্দন সক্রিয়ভাবে মধ্যস্থতা করেন।

তবে এসব উদ্যোগের পরেও সুধাকরণ নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছেন বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আশায় মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন শীঘ্রই আলাপ্পুঝা সফরে যাচ্ছেন। সেখানে একটি সেতু প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি সুধাকরণের সঙ্গে আলোচনায় বসার সম্ভাবনা রয়েছে।

সমঝোতার বার্তা দিতে দলের পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানে বক্তাদের তালিকায় জি. সুধাকরণের নামও রাখা হয়েছে। যদিও এতে পরিস্থিতি কতটা শান্ত হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

দলের জ্যেষ্ঠ নেত্রী সি.এস. সুজাতা ইতিমধ্যেই সুধাকরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেছেন।

এর পাশাপাশি সিপিআই(এম)-এর সবচেয়ে শক্তিশালী জেলা হিসেবে পরিচিত কান্নুরেও অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলেছে। পায়ান্নুরের বিধায়ক টি.আই. মধুসূদনের বিরুদ্ধে স্থানীয় নেতা ভি. কুঞ্জিকৃষ্ণন তীব্র অভিযোগ তুলেছেন। শহীদ তহবিল সংগ্রহের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে তিনি বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব হন। পরে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

স্থানীয় সমর্থকদের একাংশ কুঞ্জিকৃষ্ণনকে আসন্ন নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, যদি তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান, তাহলে কংগ্রেস নীরব সমর্থন দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সিপিআই(এম)-এর অন্যতম নিরাপদ আসনেও অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।

বালুচিস্তানে পাক নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে আরও তিন সাধারণ নাগরিক নিহতের অভিযোগ

কোয়েটা, ৬ মার্চ (আইএএনএস): পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে আরও তিনজন সাধারণ নাগরিককে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, এই ঘটনায় আবারও অশান্ত প্রদেশটিতে চলতে থাকা সহিংসতা ও নিপীড়ন নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

বালুচ ন্যাশনাল মুভমেন্টের মানবাধিকার বিভাগ 'পাঙ্ক' জানিয়েছে, প্রায় তিন মাস নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার গঞ্জ বখশ নামে এক ব্যক্তির বিকৃত দেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের দাবি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকাকালীন তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে।

গঞ্জ বখশ বালুচিস্তানের আওয়ারান জেলার জিক গেশকোর এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একজন গাড়িচালক ছিলেন। অভিযোগ, গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে প্রদেশের গারদাই কলোওয়া সামরিক চেকপোস্ট থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়।

এদিকে আরেক মানবাধিকার সংগঠন 'বালুচ ইয়াকজেহতি কমিটি' (বিওয়াইসি) জানিয়েছে, বালুচিস্তানের খারান জেলায় ৪ মার্চ সকালে পাকিস্তান-সমর্থিত একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় আরও দুই ব্যক্তি নিহত হন।

সংগঠনের দাবি, ওই হামলায় দিলাওয়ার খান ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তাঁর সহকর্মী বিলাল আহমেদ গুরুতরভাবে আহত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বালুচিস্তানে সাধারণ মানুষের ওপর লক্ষ্য করে হামলার প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে মন্তব্য করেছে সংগঠনটি।

বিওয়াইসি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলিকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে দোষীদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় বিচারের দাবি জানানো হয়েছে।সংগঠনটি আরও জানায়, কেচ জেলার মিনাজ এলাকার বালুচি ভাষার গায়ক তালিব নাজিরকেও ১ মার্চ তাঁর বাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয়। অভিযোগ, পাকিস্তান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরাই এই হামলা চালায়।

বিওয়াইসি বলেছে, তালিব নাজির বালুচি ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়কে তুলে ধরার জন্য গান গাইতেন। এই হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে যে বালুচিস্তানে শিল্পী, রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রছাত্রী, নারী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।সংগঠনের অভিযোগ, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ মতপ্রকাশের কণ্ঠ রোধ করতে বিভিন্ন প্রক্সি সশস্ত্র গোষ্ঠী ব্যবহার করছে, যার ফলে পুরো প্রদেশে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।বিওয়াইসি সতর্ক করে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ না হলে বালুচিস্তানে সহিংসতা ও হত্যার ঘটনা আরও বাড়তে পারে এবং সাধারণ মানুষ ক্রমাগত এই সংঘাতের শিকার হতে থাকবে।

গুজরাটে বড় পুলিশ প্রশাসনিক রদবদল ৩৭ আইপিএস কর্মকর্তার বদলি

গান্ধীনগর, ৬ মার্চ (আইএএনএস): গুজরাট সরকার রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করেছে। জনস্বার্থে অবিলম্বে কার্যকর করে ৩৭ জন আইপিএস কর্মকর্তাকে বদলি করে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন বড় শহরে আসন্ন পৌরনিগম ও জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বদলির তালিকায় বেশ কয়েকটি পদে উন্নতি ও অবনমনও করা হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট পদে উপযুক্ত র‍্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা যায়।

২০১০ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা নির্লিপ্ত রাইকে গান্ধীনগরের স্টেট মনিটরিং সেল (এসএমসি) থেকে বদলি করে রাজকোট রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

২০০৩ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা অশোক কুমার, যিনি এতদিন রাজকোট রেঞ্জের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) ছিলেন, তাঁকে বদলি করে গান্ধীনগরে সিআইডি (ইন্টেলিজেন্স)-এর আইজিপি পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

১৯৯১ ব্যাচের সিনিয়র আইপিএস কর্মকর্তা ডঃ শমশের সিংকে আহমেদাবাদে সিভিল ডিফেন্সের ডিরেক্টর এবং হোমগার্ডের কমান্ড্যান্ট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি সম্প্রতি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ডেপুটেশন শেষ করে গুজরাটে ফিরেছিলেন এবং জানুয়ারি থেকে নতুন পোস্টিংয়ের অপেক্ষায় ছিলেন।

এছাড়া ২০০৫ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা রাঘবেন্দ্র বাতাকে সুরাত শহরের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) পদ থেকে বদলি করে আহমেদাবাদ রেঞ্জের আইজিপি করা হয়েছে।

পুলিশ প্রশাসনের কাঠামোতে পরিবর্তন এনে সরকার নতুন করে বানাসকাঁঠা রেঞ্জ গঠন করেছে। এর ফলে রাজ্যে মোট পুলিশ রেঞ্জের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০-এ। ২০০৭ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা পরীক্ষিতা রাঠোর, যিনি সিআইডি ক্রাইমের ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন, তাঁকে নতুন গঠিত এই রেঞ্জের আইজি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

২০০৯ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা বিধি চৌধুরীকে আহমেদাবাদ সিটি পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) পদ থেকে বদলি করে পঞ্চমহল-গোধরা রেঞ্জের ডিআইজি করা হয়েছে।

২০১০ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা ডঃ লীনা পাটিল, যিনি ভাদোদরার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ ও আইন-শৃঙ্খলা) ছিলেন, তাঁকে গুজরাট পুলিশ অ্যাকাডেমিতে বদলি করা হয়েছে।

আহমেদাবাদ শহর পুলিশের কাঠামোতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেখানে নতুন করে জোন-৮ গঠন করা হয়েছে এবং আইপিএস কর্মকর্তা ময়ূর পাটিলকে ওই জোনের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ডিসিপি) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া মকরন্দ চৌহানকে আইজিপি পদে উন্নীত করে গান্ধীনগরে ডিআইজি (আইন-শৃঙ্খলা) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আইপিএস কর্মকর্তা ওয়াবাং জামিরকে আপাতত নতুন পোস্টিংয়ের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে।

এই রদবদলের অংশ হিসেবে সুরাত, ভাদোদরা এবং রাজ্যের গোয়েন্দা ও দুর্নীতি দমন শাখাতেও একাধিক কর্মকর্তাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নেপালের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহ রাজনীতিকের চেয়ে বেশি এক রহস্যময় ব্যাপার

কাঠমান্ডু, ৬ মার্চ(আইএএনএস): নেপালের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন এক প্রজন্মের উত্থান দেখা যাচ্ছে। প্রবণতা যদি ঠিক থাকে, তবে দেশটি শিগগিরই একজন মিলেনিয়াল প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে। সেই সম্ভাব্য মুখ হলেন বলেন্দ্র শাহ, যিনি বেশি পরিচিত 'বালেন শাহ' নামে।

প্রথাগত রাজনীতিকদের মতো তাঁর ভাবমূর্তি নয়। বরং তিনি অনেকটাই একজন সংগীতশিল্পী ও সোশ্যাল মিডিয়া-সচেতন তরুণ, যিনি জনপ্রিয়তার ঢেউয়ে ভর করে দ্রুত রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন।

কাঠমান্ডুর পরিচিত সংগীতশিল্পী রাজত দাস শ্রেষ্ঠা বলেন, "বালেন স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশ্বাস করেন। তিনি প্রায়ই বলেন, তাঁর কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেইসেটাই তাঁর পরিকল্পনা।"

জার্মানির আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ডয়েচে ভেলে-এর দিল্লিভিত্তিক সাংবাদিক স্যমন্তক ঘোষের মতে, "তরুণ প্রজন্মের কাছে বালেন এক ধরনের ত্রাণকর্তার প্রতীক।"

ঝাপা-৫ আসনের ডামাক এলাকায় তাঁর প্রচার শিবির থেকে গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার সময় প্রায়ই ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। অনেকে তাঁর সঙ্গে সেলফি তোলার অনুরোধ করেন, আর তিনি হাসিমুখে তা মেনে নেন। ভক্তদের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই তিনি দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে যান।

বালেন জনসমক্ষে প্রায়ই কালো চশমা পরে থাকেন এবং কখনও কখনও নাটকীয় ভঙ্গিতে ভক্তদের উদ্দেশে 'আই লাভ ইউ' বলেন, যা উপস্থিত জনতার মধ্যে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। তবে প্রচলিত রাজনৈতিক নেতাদের মতো জনসভা বা স্থানীয়দের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা তিনি কমই করেন; বরং প্রচারকালে দ্রুত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

১৯৯০ সালের ২৭ এপ্রিল কাঠমান্ডুতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পেশায় তিনি একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পরে র‍্যাপ সংগীতশিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে ২০২২ সালে কাঠমান্ডুর ১৫তম মেয়র নির্বাচিত হন।র‍্যাপ সংগীত ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি আগেই জাতীয় পরিচিতি পান। তাঁর গান প্রায়ই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন তুলত, যা তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

মেয়র হিসেবে তিনি দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান, দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং সক্রিয় প্রশাসনিক ভূমিকার জন্য পরিচিত হন। রাজনীতিতে তাঁর অপ্রচলিত পটভূমি তাঁকে একজন 'আউটসাইডার সংস্কারক' হিসেবে পরিচিতি দেয়।

২০১২ সালের দিকে তিনি 'নেফপপ' ধারার র‍্যাপ সংগীতে সক্রিয় ছিলেন, যেখানে রাজনৈতিক বার্তাসমৃদ্ধ গান পরিবেশন করে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

মেয়র পদে মাঝপথে ইস্তফা দিয়ে তিনি পরে যোগ দেন এবং অর্থনৈতিক সংস্কার, যুব ক্ষমতায়ন ও মেধাপাচার রোধের মতো বিষয় নিয়ে প্রচার শুরু করেন।অনেকের মতে, বালেন শাহ নেপালের পুরনো রাজনৈতিক ধারার বাইরে নতুন এক পরিবর্তনের প্রতীক। তবে যদি তিনি সত্যিই প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে তাঁকে আরও বড় পরিসরেসমগ্র নেপালের জনগণের অনুমোদন ও সমর্থন নিয়েশাসন চালাতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জন্য রাশিয়ান তেল ক্রয়ে ৩০ দিনের ওয়েভারপ্রদান করেছে

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ(আইএএনএস): চলমান ইরানি সংঘাতের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের জন্য রাশিয়ান কাঁচা তেল আমদানি করতে এক মাসের বিশেষ ছাড় অনুমোদন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তা স্কটসেন্ট বলেন, রাশিয়ান তেল ক্রয়ের জন্য ভারতীয় রিফাইনারদের ৩০ দিনের অস্থায়ী ওয়েভার দেওয়া হয়েছে। এটি একটি স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ, যা রাশিয়ান সরকারের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে না, কারণ এটি শুধুমাত্র ইতিমধ্যেই সমুদ্রে আটকে থাকা তেলের লেনদেনকে অনুমোদন করে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, এবং আমরা আশা করি নিউ দিল্লি যুক্তরাষ্ট্রের তেলের ক্রয় বাড়াবে। এই ব্যবস্থা ইরানের গ্লোবাল এনার্জি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা থেকে সৃষ্ট চাপ কমাবে।"

বাসেন্ট আরও জানান, "ওয়েভারটি কেবল সেই রাশিয়ান কাঁচা তেল বা পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলোর লেনদেনে প্রযোজ্য, যা মার্চ মাসের শুরুয়ের আগে জাহাজে লোড করা হয়েছে। জাহাজগুলোর চালান ভারতীয় বন্দরে পৌঁছাতে হবে এবং ভারতীয় আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত কোম্পানি দ্বারা ক্রয় করতে হবে।"

ট্রেজারি বিভাগের অধীনে লাইসেন্স অনুযায়ী, ৫ মার্চের আগে জাহাজে লোড হওয়া রাশিয়ান কাঁচা তেলের বিক্রয়, সরবরাহ বা আনলোডিং সংক্রান্ত লেনদেন ৪ এপ্রিল পর্যন্ত অনুমোদিত।

লাইসেন্সে জাহাজ নোঙরদানের, ক্রু নিরাপত্তা, জরুরি মেরামত এবং রুটিন নৌসেবা যেমন ভেসেল ম্যানেজমেন্ট, ক্রু সরবরাহ, বাঙ্কারিং, পাইলটিং, বীমা ও অন্যান্য কার্যকরী সহায়তা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এই পদক্ষেপটি মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির সময় বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য নেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি শুধুমাত্র যেসব চালান ইতিমধ্যেই চলমান, সেগুলোকে গন্তব্যে পৌঁছাতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যাতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘন না হয়।

ট্রেজারি বিভাগ বলেছে, এই লাইসেন্স স্বল্পকালীন এবং সীমিত, এবং এটি রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার বিস্তৃত পদক্ষেপ নয়।

ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার কারণে পশ্চিম এশিয়ায় সিবিএসই-এর ক্লাস ১০ পরীক্ষা বাতিল

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ(আইএএনএস): মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ায় ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সংঘর্ষের কারণে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশে ক্লাস ১০ বোর্ড পরীক্ষা বাতিল করেছে। এটি শুক্রবার ভারতের মুসকাটে অবস্থিত দূতাবাস নিশ্চিত করেছে।

মুসকাটে ভারতীয় দূতাবাস তাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ সিবিএসই-এর সার্কুলার শেয়ার করে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের পরীক্ষা সময়সূচীতে পরিবর্তনের বিষয়ে জানিয়েছে।

৫ মার্চ ২০২৬ তারিখের সার্কুলারের অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করেছে বারহেইন, ইরান, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সিবিএসই-সংযুক্ত স্কুলগুলোকে।

ক্লাস ১০-এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য, ৭ থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত নির্ধারিত সকল পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, পূর্বে স্থগিত হয়ে ২, ৫ ও ৬ মার্চের জন্য পুনঃনির্ধারিত পরীক্ষা ও বাতিল করা হয়েছে। সিবিএসই জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার ক্লাস ১০ শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি পরবর্তী সময়ে আলাদাভাবে জানানো হবে।

এদিকে, শনিবার ৭ মার্চের জন্য নির্ধারিত ক্লাস ১২ বোর্ড পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পুনঃ নির্ধারিত তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে। বোর্ড জানিয়েছে, ৭ মার্চ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ৯ মার্চের পরের পরীক্ষাগুলোর জন্য অতিরিক্ত নির্দেশনা দেওয়া হবে।

সিবিএসই সমস্ত ক্লাস ১২ শিক্ষার্থীদের তাদের স্কুলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে এবং অফিসিয়াল ঘোষণাগুলো মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করতে অনুরোধ করেছে। শিক্ষার্থীদের অননুমোদিত সূত্র বা গুজবের ওপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র অফিসিয়াল সিবিএসই বিজ্ঞপ্তির ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এ পরীক্ষা বাতিলের পটভূমিতে পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ফেব্রুয়ারি ২৮-এ যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রায়েল তেহরানের একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়, যার মধ্যে ছিল ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি-এর শহরতলীর কমপাউন্ড। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইরান নিশ্চিত করে, হামলায় খামেনি নিহত হয়েছেন।

এরপর ইরান তেল আবিব ও অন্যান্য ইস্রায়েলি অঞ্চল, পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি ও কূটনৈতিক মিশনগুলো লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালায়।

ইরানি হামলায় সৌদি আরবের একটি তেল রিফাইনারি এবং দুবাইয়ের একটি লাক্সারি হোটেলসহ প্রতিবেশী দেশে নাগরিক ও শক্তি অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।এই হামলার বিনিময় আরও বিস্তৃত আঞ্চলিক সংঘাতের আশঙ্কা বাড়িয়েছে, যা পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশকেও যুক্ত করতে পারে এবং বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজারকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তেজনা ও দুর্বল ডলারের প্রভাবে সোনা-রুপোর দামে ঊর্ধ্বগতি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (আইএএনএস): মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত এবং ডলারের দুর্বলতার প্রভাবে শুক্রবার সোনা ও রুপোর দামে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে। আগের সেশনে সামান্য পতনের পর এদিন আবারও দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়।

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (এমসিএক্স) এপ্রিল ডেলিভারির সোনার ফিউচারস দিনের মধ্যে ০.৬৪ শতাংশ বেড়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬০,৭০০ টাকায় পৌঁছায়। অন্যদিকে এমসিএক্সে মে ডেলিভারির রুপোর ফিউচারস ১.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কেজি ২,৬৭,১০০ টাকায় লেনদেন হয়।

দিনের শুরুতে এমসিএক্সে রুপোর দাম প্রায় ২.৬ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়, আর সোনার দামও ১ শতাংশের বেশি বাড়ে। পরে লাভ বুকিংয়ের ফলে কিছুটা স্থিতি আসে।

বিনিয়োগকারীরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেব্রুয়ারি মাসের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রতিবেদনের দিকে নজর রাখছেন, যা শুক্রবার প্রকাশ হওয়ার কথা। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাজারের বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীর ধারণা যে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ১৮ মার্চ শেষ হওয়া নীতিনির্ধারণী বৈঠকে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট রুপোর দাম সামান্য বেড়ে প্রতি আউন্স ৮২.২৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে স্পট সোনার দাম দিনের হিসাবে প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদে ফেডের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা কমিয়েছে।

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সপ্তম দিনে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ বাড়ছে।

এদিকে ডলার সূচক ০.২৯ শতাংশ কমে ৯৯.০৩-এ নেমে এসেছে, ফলে ডলারভিত্তিক সোনা বিদেশি মুদ্রায় ক্রেতাদের জন্য তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে ঘিরে কড়া অবস্থান বজায় রেখেছেন এবং কিউবা সম্পর্কেও কিছু পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। একইসঙ্গে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানান, দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক অভিযান চালানোর মতো পর্যাপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রয়েছে।

অন্যদিকে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর তেলের দাম ১৫ শতাংশের বেশি বাড়লেও শুক্রবার সকালে কিছুটা কমে যায়। যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় তেল শোধনাগারগুলিকে সমুদ্রে আটকে থাকা রুশ তেল কেনার জন্য ৩০ দিনের ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করার পর বাজারে এই পতন দেখা যায়।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল এক্সচেঞ্জে ব্রেন্ট ক্রুডের এপ্রিল চুক্তির দাম প্রতি ব্যারেল ৮৪.২১ ডলারে লেনদেন হচ্ছিল, যা আগের দিনের তুলনায় ১.৫২ শতাংশ কম।

বিশ্লেষকদের মতে, এমসিএক্সে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১, ৫৮,০০০ ও ১,৫৬,৬০০ টাকায় সমর্থন পেতে পারে, আর প্রতিরোধের স্তর ১,৬১,১০০ ও ১,৬২,৮০০ টাকা। অন্যদিকে রুপোর ক্ষেত্রে প্রতি কেজিতে ২, ৫৭,৭০০ ও ২,৫২,০০০ টাকা সমর্থন এবং ২,৬৬,০০০ ও ২, ৭১,০০০ টাকা প্রতিরোধের স্তর হিসেবে ধরা হচ্ছে।

জাপানের হোক্কাইডোতে নতুন করে মারাত্মক বার্ড ফ্লু সংক্রমণ শনাক্ত

টোকিও, ৬ মার্চ (আইএএনএস): জাপানের হোক্কাইডো প্রদেশে একটি পোলট্রি খামারে উচ্চমাত্রায় সংক্রামক বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব ধরা পড়েছে। এ নিয়ে চলতি মৌসুমে দেশটিতে এটি ২১তম এবং হোক্কাইডোতে চতুর্থ সংক্রমণের ঘটনা বলে জানিয়েছে জাপানের কৃষি মন্ত্রক।

জাপানের কৃষি, বন ও মৎস্য মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হোক্কাইডোর আবিরা শহরের একটি পোলট্রি খামারে এই সংক্রমণ ধরা পড়েছে। ওই খামারে প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার মুরগি রয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন বুধবার খামার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রথম খবর পায়। একই দিন দ্রুত পরীক্ষায় বার্ড ফ্লুর প্রাথমিক ফল পজিটিভ আসে। পরে জেনেটিক পরীক্ষার মাধ্যমে বৃহস্পতিবার সংক্রমণটি নিশ্চিত করা হয়।

সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখতে খামারের সব মুরগি নিধন, দাহ এবং মাটিতে পুঁতে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাধারণত জাপানে বার্ড ফ্লুর মৌসুম শরৎকাল থেকে শুরু হয়ে পরের বছরের বসন্ত পর্যন্ত চলতে থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫এন১) হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের একটি উপপ্রকার, যা মূলত পাখি ও কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীকে সংক্রমিত করে এবং বিরল ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যেও ছড়াতে পারে।

এইচ৫এন১ ভাইরাসের গুয়াংডং বংশধারা প্রথম ১৯৯৬ সালে শনাক্ত হয় এবং এরপর থেকে বিভিন্ন দেশে পাখির মধ্যে সংক্রমণ ঘটিয়ে আসছে। ২০২০ সালের পর থেকে এই ভাইরাসের একটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশে বন্য পাখি ও পোলট্রির মধ্যে ব্যাপক মৃত্যু ঘটিয়েছে। ২০২১ সালে ভাইরাসটি উত্তর আমেরিকায় এবং ২০২২ সালে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়ও ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষের ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ গুরুতর অসুস্থতার কারণ হতে পারে এবং মৃত্যুহারও তুলনামূলকভাবে বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্রমিত পাখি বা দূষিত পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়ায়।

তবে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাস মানুষের মধ্যে সহজে একে অপরের মধ্যে ছড়ায় এমন প্রমাণ মেলেনি এবং দীর্ঘস্থায়ী মানুষে-মানুষে সংক্রমণের ঘটনাও রিপোর্ট হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, মানুষের মধ্যে সংক্রমণ বিরল হলেও মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় বিষয়টি উদ্বেগজনক।

গুজরাতের সুরাটে গাড়ি দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত

সুরাট, ৬ মার্চ (আইএএনএস): গুজরাতের সুরাটে বৃহস্পতিবার রাতে এক ডাক্তার দ্বারা চালিত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক যানবাহনের সাথে সংঘর্ষের কারণে পাঁচজন আহত হয়েছেন, পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত ছিল একটি হোন্ডা গাড়ি, যা চালাচ্ছিলেন ডঃ ভিরলকান্ত চৌধুরী, ভাথা গ্রামের বাসিন্দা এবং লাইফ লাইন হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত।

ডঃ চৌধুরী জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘ একটি অস্ত্রোপচারের পর মধ্যরাতে বাড়ি ফেরার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনটি মোটরসাইকেল এবং একটি টেম্পোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন: হিম্মতভাই বোরিচা, ভবিকবেন চুদাসমা, পারুলবেন রাঠোড, মানিশবেন রাঠোড এবং প্রকাশ সিং। তাদের সিভিল এবং শায়োনা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে এবং সকলের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

এক পুলিশ কর্মকর্তা আইএএনএস-কে বলেছেন, "দুর্ঘটনাটি রাতের বেলায় ঘটেছে। ডাক্তার জানিয়েছেন তিনি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার শেষ করে ক্লান্ত অনুভব করছিলেন। পাঁচজন আহত হয়েছেন এবং নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও কোনো এফআইআর করা হয়নি, আহতদের সুস্থ হওয়ার পর আমরা তা রেজিস্টার করব। ডাক্তার আমাদের হেফাজতে আছেন। চিকিৎসা পরীক্ষা এবং গাড়ির প্রযুক্তিগত পরীক্ষা করা হবে। এছাড়া সেতুর সিসিটিভি ফুটেজও যাচাই করা হচ্ছে।"

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, "তিনি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং প্রথমে একটি টেম্পোর সাথে ধাক্কা খেয়েছিলেন। মনে হচ্ছে তিনি মদ্যপ ছিলেন।"

প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে দীর্ঘ রাতের অস্ত্রোপচারের পর ক্লান্তি দুর্ঘটনার একটি কারণ হতে পারে। কর্মকর্তারা এফএসএল রিপোর্ট এবং মেডিকেল পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর সব সম্ভাব্য দিকগুলো যাচাই করবেন দুর্ঘটনার কারণে সামরিক যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এখন এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার, মোটা ভারাছা এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি মারা গেছেন।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 3 06-03-2026, 23:49

যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতির বাড়িতে হামলা, প্রতিবাদে রামচন্দ্রঘাট বাজারে পথ অবরোধে বিজেপি মহিলা মোর্চা

আগরতলা, ৬ মার্চ: যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতির বাড়িতে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রামচন্দ্রঘাট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে আজ রামচন্দ্রঘাট বাজারে পথ অবরোধে সামিল হয়ছেন বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মী-সমর্থকেরা।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ প্রায় শতাধিক তিপ্রা মথা কর্মী-সমর্থক রামচন্দ্রঘাট যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি রুপক ঘোষের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলায় গুরুতরভাবে আহত হন রুপক ঘোষ এবং তাঁর বৃদ্ধা মা মীরা ঘোষ। পরে তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আগামী ৮ মার্চ রামচন্দ্রঘাটে যুব মোর্চার উদ্যোগে একটি বাইক র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সেই র্যালি ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের।

এছাড়াও বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের আগে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে বিরোধীরা এ ধরনের হামলার পথ বেছে নিচ্ছে। তাদের দাবি, ইতিমধ্যেই তিপ্রা মথা ছেড়ে বহু কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এর আগেও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর একাধিকবার হামলার ঘটনা ঘটেছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামচন্দ্রঘাট এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। আজ এরই প্রতিবাদে রামচন্দ্রঘাট বাজারে পথ অবরোধে সামিল হয়ছেন বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মী-সমর্থকেরা।তাঁদের দাবি, শতাধিক তিপ্রা মথা কর্মী-সমর্থক রামচন্দ্রঘাট যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি রুপক ঘোষের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলায় গুরুতরভাবে আহত হন রুপক ঘোষ এবং তাঁর বৃদ্ধা মা মীরা ঘোষ। পরে তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তী সময়ে সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের কাছে জমা দেওয়ার পরও অভিযুক্তদের আটক করেনি। পুলিশকে আজ সকলা নয়টার মধ্যে অভিযুক্তদের আটক করার সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অতিসত্বর অভিযুক্তদের আটক করা না হলো আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা।

জিবিপি হাসপাতালে নবনির্মিত ট্রমা অপারেশন থিয়েটারে প্রথম সার্জারি সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: গতকাল মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর ট্রমা ব্লকের নতুন মেজর অপারেশন থিয়েটারে আজ প্রথম জরুরি নিউরোসার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। হাসপাতালের ট্রমা ব্লকের জরুরি অপারেশন থিয়েটারে নিউরোসার্জারি বিভাগ এই অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করে। এর মাধ্যমে হাসপাতালের ট্রমা চিকিৎসা পরিষেবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্থাপিত হয়েছে।

অপারেশন থিয়েটারটি জরুরি বিভাগের সংলগ্ন হওয়ায় এখন থেকে জরুরি অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে, ফলে গুরুতর ট্রমা রোগীদের দ্রুত ও কার্যকর চিকিৎসা প্রদান করা যাবে। এই অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করেন নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. সিদ্ধা রেডি আঙ্কিরেডিডিপল্লি এবং নিউরোসার্জন ডাঃ দেবদত্ত সাহা। তাঁদের সহায়তায় ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ স্বপন দেববর্মা এবং অ্যানেস্থেসিয়া টিমের সদস্যরা।

অপারেশন থিয়েটারের টিমে ছিলেন সিস্টার বুখুরি জামাতিয়া, সঙ্গীতা সাংমা, পল্লব বৈদ্য, শুভায়ন এবং ওটি টেকনিশিয়ান অরুণ চৌধুরীসহ অন্যান্য জিডিএ কর্মীরা। তাঁদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ট্রমা অপারেশন থিয়েটারে সার্জারি পরিষেবার সূচনা হাসপাতালের জরুরি ও ট্রমা চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এর ফলে সংকটাপন্ন আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের দ্রুত ও কার্যকর চিকিৎসা প্রদান করার সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ জেলায় জেলাভিত্তিক বালবিবাহ মুক্ত ভারত এবং মিডিয়া ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক বালবিবাহ মুক্ত ভারত এবং মিডিয়া ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার দুপুর বারটায় বিলোনীয়া আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে চারা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন দক্ষিণ জেলা বাল বিবাহ মুক্ত করতে হলে প্রত্যেক কে সজাগ সচেতন থাকতে হবে।বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে, সে গুলোকে মানুষের সামনে রেখে তাদের সজাগ সচেতন করা।বাল বিবাহ বন্ধ করতে সমাজের প্রত্যেক ব্যাক্তিকে যেমন সচেতন থাকতে হবে তেমনি পরিবার মূল ভূমিকা নিতে হবে। আলোচনা শেষে বাল বিবাহ মুক্ত ভারত গড়তে দক্ষিণ জেলায় বালিকা মঞ্চ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাখা সংগঠন কে স্মারক দিয়ে সন্মাননা জানানো হয়।

পাশাপাশি অনুষ্ঠান মঞ্চে দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলার সাংবাদিক দের প্রেস জেকেট প্রদান করা হয়।সাংবাদিক দের সাথে বাল্য বিবাহের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বাঁশ চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জীবন জীবিকার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: রাজ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ, বাঁশের আধুনিক নার্সারি তৈরী করা, টেকসই বাঁশ সংরক্ষণ পদ্ধতি, সহজতর পরিবহণ ব্যবস্থা, বাঁশজাত পণ্যের মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার মতো বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে বাঁশবেত শিল্পের উন্নয়নে এবং এর সাথে যুক্ত শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার এসব পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ করছে। এধরণের পদ্ধতিগত উন্নয়ন এই শিল্পের বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে, জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং ত্রিপুরা এই শিল্পের একটি নির্ভরযোগ্য স্থান হিসেবে পরিগণিত হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে ব্যাম্বু ভ্যালোচেইন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন।

বনমন্ত্রী বলেন, বাঁশভিত্তিক শিল্প ত্রিপুরার ঐতিহ্য। একটা সময়ে ত্রিপুরায় দৈনন্দিন কাজে ব্যাপক পরিমাণে বাঁশ ব্যবহার করা হত এবং বহু পরিবার বাঁশভিত্তিক কাজে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাঁশভিত্তিক শিল্পের এখনও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। রাজ্যের ব্যাপক অংশের মানুষ বাঁশ চাষ এবং বাঁশভিত্তিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাদের জীবন জীবিকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যের গ্রামীণ জনগণকে তাদের নিজস্ব জমিতে আরও বেশি পরিমাণে বাঁশ চাষ করার জন্য বনমন্ত্রী আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বন দপ্তরের প্রধান সচিব আর কে শ্যামল, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে), ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশনের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার, বিশ্ব ব্যাংকের কো-টাস্ক টিম লিডার রাজ গাঙ্গুলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইএলইএমইএনটি প্রজেক্ট এর সিইও চৈতন্য মূর্তি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এলিমেন্ট প্রজেক্ট-র অধিকর্তা অমলেন্দু দেবনাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর এলিমেন্ট প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে অতিথিগণ বক্তব্য রাখেন।

অনিয়মিত কর্মচারী মামলায়

● প্রথম পাতার পর

কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে রাজ্যের প্রায় ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মচারীর সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। তিনি মনে করেন, এই রায় ভবিষ্যতে একই ধরনের কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

দুই সন্তানের সামনে

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্যাতন থামেনি বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর উপর আবারও অত্যাচার শুরু করে অভিযুক্ত। গুরুতর আঘাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মনি মুন্ডার। তবে ঘটনার পর রাতভর মৃতদেহ বাড়িতেই রেখে দেয় অভিযুক্ত স্বামী এবং কাউকে কিছু জানায়নি।

শুক্রবার সকালে হঠাৎ চিৎকার শুরু করে অভিযুক্ত স্বামী। সে দাবি করে তার স্ত্রী মাটিতে পড়ে রয়েছে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশী ও মৃতার আত্মীয়রা ছুটে এলে তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা লক্ষ্য করেন তারা। এতে সন্দেহ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায় খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী লক্ষ্মীনধর মুন্ডাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযুক্ত লক্ষ্মীনধর মুন্ডা প্রায়ই তার স্ত্রীকে মারধর করতেন। পারিবারিক অশান্তির জেরে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

অষ্টম পে কমিশন নিয়ে মতামত

● প্রথম পাতার পর

অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষেই নতুন বেতন ও পেনশন কাঠামো পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম। কমিশনকে তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য ১৮ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। সেই হিসেবে ২০২৭ সালের মে মাসের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা।

এমন পরিস্থিতিতে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা দ্রুত শেষ করে নির্ধারিত সময়ের আগেই রিপোর্ট জমা দিতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

সাধারণত নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হলে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ও মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) শূন্যে নামিয়ে আনা হয় এবং পরে ধাপে ধাপে তা আবার বাড়ানো হয়।

শেষ সংশোধনের পর বর্তমানে ডিএ ও ডিআর-এর হার ৫৮ শতাংশে রয়েছে। সপ্তম বেতন কমিশনের ফলে সরকারের প্রায় ১.০২ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্রভাব পড়েছিল। তবে কর্মচারীদের প্রকৃত বেতনবৃদ্ধি ডিএ/ডিআর সমন্বয়ের কারণে তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কর্মচারী ও পেনশনভোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অষ্টম বেতন কমিশনের আর্থিক প্রভাব আরও বড় হতে পারে, যা প্রায় ২.৪ লক্ষ কোটি থেকে ৩.২ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে হতে পারে।

জনজাতিদের মধ্যে ঐক্য না থাকলে

● প্রথম পাতার পর

বিশিষ্টজনেরা। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, সমাজে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উত্তরাখণ্ডে নিহত এঞ্জেল চাকমার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এঞ্জেল চাকমার পরিবার যেন ন্যায়বিচার পায় তার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে জনজাতিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে। যতদিন এই বিভাজন থাকবে, ততদিন জনজাতিদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে না। পাশাপাশি তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, নেতাদের পিছনে না ছুটে সন্তানদের শিক্ষা ও ভবিষ্যতের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

ভারতীয় রিফাইনারিগুলিকে রুশ তেল কেনায় ছাড়, তেলের দামে পতন

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুবিধা পাবে না।”

মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীর আশপাশে উত্তেজনার কারণে বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে এই ছাড় বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছিল, প্রয়োজন হলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করা তেলবাহী জাহাজগুলিকে নৌবাহিনীর নিরাপত্তা দেওয়া হতে পারে। ইরানের সঙ্গে সংঘাতের জেরে এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে জ্বালানি সরবরাহ ও নৌ চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভারত তার মোট তেলের প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে। আন্তর্জাতিক জাহাজ ট্র্যাকিং সংস্থা ক্লেপলারের তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া প্রতিদিন গড়ে ১০.৪ লক্ষ ব্যারেল তেল ভারতে সরবরাহ করেছে। এর পরেই রয়েছে সৌদি আরব (১০ লক্ষ ব্যারেল) এবং ইরাক (৯.৮ লক্ষ ব্যারেল)।

ভারতে প্রতিদিন প্রায় ৫৫ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ব্যবহার হয়, যার মধ্যে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে।

রাজ্যে জনগণনার কাজ শুরু

● প্রথম পাতার পর

দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, সমাজকল্যাণ দপ্তরের বিশেষ সচিব তথা অধিকর্তা তপন কুমার দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান দপ্তরের সচিব তথা স্টেট সেনসাসের নোডাল অফিসার এল.টি. ডার্লং প্রারম্ভিক বক্তব্যে জনগণনার গুরুত্ব এবং কর্মসূচি তুলে ধরেন। বৈঠকে সেনসাস দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস জনগণনার বিস্তৃত কর্মসূচি সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাজ্যে দুটি পর্যায়ে জনগণনা করা হবে। প্রথম ধাপে হবে আবাসন গণনা ও বাড়ির তালিকা প্রণয়ন। দ্বিতীয় ধাপে হবে জনসংখ্যা গণনা। তিনি জানান, ২০২৬ সালের ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত হবে সেলফ এনুমারেশন এবং এ বছরেরই ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে হবে আবাসন গণনা ও বাড়ির তালিকা প্রণয়নের কাজ। দ্বিতীয় ধাপে ২০২৭সালের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হবে জনসংখ্যা গণনার কাজ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা জনগণনার কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব সহ করার জন্য আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জনগণনার সমস্ত প্রস্তুতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা করা হবে। বৈঠকে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসকগণ ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন এবং জেলার প্রস্তুতি তারা তুলে ধরেন।

ড্রপ আউটের হার

● প্রথম পাতার পর

এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে শিক্ষকরা শিশুদের তালিকা প্রস্তুত করতেন। জুন মাসের মধ্যেই স্কুলে বই ও ইউনিফর্ম পৌঁছে যেত। এর ফলে কোনো শিশুই পড়াশোনা থেকে বাদ পড়ত না।

তিনি আরও বলেন, গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও সরকারি আধিকারিকরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। সেখানে শিশুদের বক্তব্য রাখা, নৃত্য ও যোগাভ্যাসের মতো কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হত। সেইসব অনুষ্ঠানে বই, পোষাক ও মিষ্টি বিতরণের পাশাপাশি স্কুলের গ্রন্থাগারের জন্য বই দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হতো।

আনন্দীবেন প্যাটেল দাবি করেন, বর্তমানে ড্রপআউটের হার ৮.১ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে এবং প্রায় সব শিশুই শিক্ষার আওতায় এসেছে। তাঁর মতে, ‘কেজি থেকে পিজি’ পর্যন্ত ধারাবাহিক শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে একটি শিশু কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে।

কেন্দ্রের নতুন শিক্ষা নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার ৫০ শতাংশে পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য। তবে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা,নোই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

২০১৯ সালের পর থেকে উত্তরপ্রদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে একই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। তিনি প্রশাসন ও সমাজের সকল স্তরকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে প্রতিটি শিশু শুধু স্কুলে ভর্তি নয়, উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।

রাজ্যপাল বলেন, করোনা পরিস্থিতির সময় সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও অর্থ আধিকারিকসহ পাঁচজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে নিয়ে বৈঠক হতো। সেখানে একে একে প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করা হতো। অসম্পূর্ণ নির্মাণকাজ, প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার এবং কাজের বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে হত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব হতো।

তিনি জানান, কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে দ্রুত সংশোধনমূলক নির্দেশ দেওয়া হতো। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, পাঁচ বছর ধরে যদি ২৫টি ভবনের নির্মাণকাজ অসম্পূর্ণ পড়ে থাকে, তাহলে সেদিনই সেই সংক্রান্ত নথি চেয়ে পাঠিয়ে জনপথ বিভাগে পাঠানো হতো এবং এক মাসের মধ্যে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলা হত। এই ধরনের পর্যালোচনা বৈঠক টানা ৪৫ দিন পর্যন্ত চলেছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রসঙ্গে রাজ্যপাল আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির উন্নয়নে তাঁর উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তাঁর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। গুজরাটে তিনি অঙ্গনওয়াড়ি নিয়ে বিস্তর কাজ করেছিলেন, কিন্তু উত্তরপ্রদেশে অনেকেই তখন অঙ্গনওয়াড়ি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

এই পরিস্থিতিতে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ডেকে বৈঠক, অনলাইন পর্যালোচনা চালু এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করেন। তাঁর দাবি, এক বছরের মধ্যেই একটি সুসংগঠিত কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

তিনি স্বীকার করেন, এই কাজ সহজ ছিল না। অনেকেই কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তবে ফলাফল না এলে স্বীকৃতি মেলে না এবং সাফল্যের জন্য অধ্যবসায় অপরিহার্য বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

রাজ্যপাল শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার গুরুত্বও তুলে ধরেন। তাঁর মতে, সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমে সেগুলি জানতে হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা ও যাতায়াতের অসুবিধার মতো বিষয় জানার উপর তিনি গুরুত্ব দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির প্রসঙ্গেও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, প্রতি বছর নয়, পাঁচ বছর অন্তর স্বীকৃতি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যদি শিক্ষার ফলাফল ও পরিকাঠামো ভালো থাকে, তাহলে প্রতি বছর একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে দিল্লিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং সারা ভারত কারিগরি শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করতেও হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

রাজ্যপালের বক্তব্যে প্রশাসনিক কঠোরতা ও তৃণমূল স্তরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সমন্বয়ে উচ্চশিক্ষা এবং শিশু কল্যাণ ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রচেষ্টার প্রতিফলন দেখা গেছে।

পুত্রের শাবলের আঘাতে প্রাণ

● প্রথম পাতার পর

উত্তেজিত হয়ে খাটের নীচ থেকে শাবল এনে বাবার পেটে শাবল ঢুকিয়ে দেয়। ঘটনা স্থলে মানের সিনহার মৃত্যু হয়। এরপর রান্না ঘরে এসে চা খায়।সে মানসিক রোগে ভুগছিল বলে জানান তার মা বিনোদনী সিনহা। ধলাই জেলার পুলিশ সুপার দেশাই রুষিকেশ জয়সিং ঘটনার বিষয়ে জানান।

১৩ মার্চ শুরু, শেষ ২৫ শে

● প্রথম পাতার পর

করা হবে। সম্ভবত শোক প্রস্তাব শেষে ওই দিনের জন্য সভা মুলতবি করা হবে। রতন লাল নাথ আরও জানান, ১৬ মার্চ অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষের বাজেট এবং ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট বিধানসভায় উপস্থাপন করবেন। বাজেট উপস্থাপনের পর তিনি বাজেট সংক্রান্ত ভাষণ দেবেন। তিনি বলেন, বাজেট ভাষণের পরবর্তী দিন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস বিল (মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য), টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি বিল এবং উইমেন্স ইউনিভার্সিটি বিল। এছাড়া অধিবেশনের তৃতীয় দিনে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা শুরু হবে, যা দুই দিন ধরে চলবে। ১৯ মার্চ বিরোধী দলের নেতা বাজেটের উপর বক্তব্য রাখবেন।

মন্ত্রী জানান, ২০, ২৩ ও ২৪ মার্চ বাজেট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২৫ মার্চ শেষ দিনে আলোচনার পর বাজেট পাস করা হবে।

তিনি আরও বলেন, এই অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করার জন্য সিটটিং ডে ৯ দিন রাখা হয়েছে এবং বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির সকল সদস্যের সম্মতিতেই এই সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগরতলা থেকে রেলে

● প্রথম পাতার পর

বলেন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা ক্রমাগত ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি গঠন করছি। এদের মূল কাজ হলো কৃষকদের একত্রিত করা এবং তাদের পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা। আজ রাজ্য থেকে ৩ মেট্রিক টন জৈব ধান রফতানি করা হচ্ছে, যার মধ্যে ২.৫ মেট্রিক টন কালীখাসা এবং ০.৫ মেট্রিক টন হরিনারায়ণ ধান রয়েছে। মন্ত্রী বলেন আমরা এই ধান রফতানি করছি যাতে এর সুগন্ধ দীর্ঘ সময় ধরে রক্ষা করা যায়। বাজারে এই ধানের দাম প্রায় ৫৫ টাকা প্রতি কেজি, কিন্তু ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি-গুলোর মাধ্যমে কৃষকরা ৭০ টাকা প্রতি কেজি দামে বিক্রি করতে পারছেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো কৃষকরা সর্বাধিক উপকৃত হোক। আমরা সকলেই তাদের পাশে থাকা উচিত, এবং আমাদের রাজ্য সরকার কৃষকদের সম্পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো উৎপাদন ও রফতানি বাড়ানো, যাতে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হন।

রাজ্যের প্রকৃত

● প্রথম পাতার পর

প্রতিফলন বিধানসভাতেও আমরা দেখেছি। ধর্মনগরকে কিভাবে আরো সুন্দরভাবে সাজানো যায় সেই চিন্তাভাবনা আমাদের করতে হবে। শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে সেটা করতে চাই আমরা।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ ত্রিপুরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগে আগরতলায় যেতে হলে এসকর্ট ছাড়া যাওয়া যেতো না। সেই জায়গায় এখন ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি বিরাজ করছে। ডাঃ সাহা বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে বিরোধী দলনেতা এখন অলীক স্বপ্ন দেখছেন। আর আমরা সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ নিয়ে থাকি। কাজের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে যেতে চাই। কিন্তু তারা বসে থাকেন কবে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে সেই আশায়। তারা স্বপ্ন দেখছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরিয়ে আবার বামফ্রন্ট সরকার গড়বেন। এজন্য তারা হাত মিলিয়েছেন যাদের (খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ) সঙ্গে তাদের ঝগড়া হয়েছে। তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেছে তারা। কিভাবে সরকারে আসবে সেই চিন্তায় রাতের বেলা ঘুম হয়না। মানুষের জন্য কাজ করা নিয়ে চিন্তিত নয় তারা

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা যিনি বর্তমানে তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজ্যপালের দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁকে এবার মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল করা হয়েছে। তিনি যখন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন ফাইল ঘেঁটে দেখতে পান যে স্বর্ণ যুগের কান্ডারীরা আমাদের ঘাড়ে ১৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ রেখে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সর্বভারতীয় স্তরে ৩৪৭টি পুরস্কার অর্জন করেছে ত্রিপুরা রাজ্য। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ডি রেগুলেশন এন্ড কমপ্লায়েন্সে ত্রিপুরা প্রথম হয়েছে। এজন্য দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুখ্যসচিবদের বৈঠকে ত্রিপুরার প্রশংসা করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের অন্যান্য বড় বড় রাজ্যগুলিকে ত্রিপুরা থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন তিনি। ছোট রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও সঠিক দিশায় কাজ করছে ত্রিপুরা। কিছুদিন আগে দেশের মধ্যে তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যে হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ত্রিপুরা। যা মিজোরাম ও গোয়ার পরে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ হচ্ছেন মহিলা। কাজেই মহিলাদের উন্নয়ন না হলে রাজ্য ও দেশের উন্নয়ন হবে না। তাই তাদের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন। আর সেই দিশায় কাজ করছে ত্রিপুরা সরকারও। জিএসডিপি ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতিটি

মিটারে সঠিক দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। যদিও বিরোধীরা রাজ্যের উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি মানেই উন্নয়ন। উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা নেই। স্বচ্ছতা বজায় রাখার মাধ্যমেই মানুষের কল্যাণে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

এদিন ধর্মনগরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন ময়দানে এসে সমবেত হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফেসর মানিক সাহা, রাজ্যসভার সাংসদ ও ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, বিধায়ক যাদব লাল নাথ, যুব মোর্চার ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পাদক সুশান্ত দেবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন যুব মোর্চার সদস্যরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন এবং আগামী দিনে রাজ্য সরকার কী কী উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিতে চলেছে তা জনগণের সামনে তুলে ধরেন।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন রাজ্যসভার সাংসদ ও প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি ২০১৮ সালের পূর্ববর্তী সময়ের সিপিএম ও কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন এবং বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি আসন্ন ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। উপস্থিত জনসমাগম দেখে আগামী দিনেও এই কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, উত্তর জেলার সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, বিধায়ক যাদব লাল নাথ, যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি সুশান্ত দেব, ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি মলিনা দেবনাথ, উত্তর জেলার সভাপতি কাজল কুমার দাস সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 07-03-2026, 01:10

অঙ্গন

৯ উইকেটে সংহতিকে উড়িয়ে শুরু জেসিসি-র, পারভেজ সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনেই দাপুটে জয় তুলে নিল জেসিসি। শুক্রবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লিগ পর্যায়ের ম্যাচে তারা সংহতি ক্লাবকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে। ম্যাচের নায়ক জেসিসি-র বোলার পারভেজ সুলতান, যার ঘূর্ণিতে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে যায় সংহতির ব্যাটিং লাইনআপ।ম্যাচের বিবরণ:এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বিপাকে পড়ে সংহতি। জেসিসি-র বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি কোনো ব্যাটারই। দলের পক্ষে রাহুল হোসেন কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও (৩২ রান, ৭২ বল) অন্য প্রান্ত থেকে আসা-যাওয়ার মিছিল চলতে থাকে। পারভেজ সুলতান ১০ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করেন। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন সানি সিং, যিনি ২২ রান খরচায় নেন ৩টি উইকেট। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩২.৫ ওভারে ৯৫ রানেই গুটিয়ে যায় সংহতির ইনিংস।৯৬ রানের মামুলি লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জেসিসি-র দুই ওপেনার হৃতুরাজ ঘোষ রায় এবং সানি যাদব বিধ্বংসী মেজাজে খেলা শুরু করেন। হৃতুরাজ মাত্র ৩৫ বলে ৫০ রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ৬টি চার ও ১টি ছক্কার মার। সানি যাদব ৩৭ বলে ৩৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। মাত্র ১৪.৫ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় জেসিসি।বোলিংয়ে অসামান্য অবদানের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন পারভেজ সুলতান। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই এমবিবি স্টেডিয়াম সহ শহরের মোট তিনটি মাঠে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা এই ছয় দলের লিগ ভিত্তিক টুর্নামেন্টে বাড়তি উত্তেজনা যোগ করেছে।সংক্ষিপ্ত স্কোর:সংহতি: ৯৫/১০ (৩২.৫ ওভার)জৈসিসি: ৯৬/১ (১৪.৫ ওভার)ফল: জেসিসি ৯ উইকেটে জয়ী।ব্যাটিং: হৃতুরাজ ঘোষ রায় (৫০ রান), সানি যাদব (৩৮* রান), রাহুল হোসেন (৩২ রান)।বোলিং: পারভেজ সুলতান (৪/১২), সানি সিং (৩/২২), সম্রাট বিশ্বাস (১/১১)।

শ্রীদামের বিধ্বংসী শতক, স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে লীগ সূচনা ব্লাড মাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের অন্য এক হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে ৭০ রানে পরাজিত করল ব্লাড মাউথ। পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে রানের পাহাড় গড়ে ব্লাড মাউথ। শ্রীদাম পালের বিধ্বংসী ১৩৮ রানের ইনিংসের ওপর ভর করে তারা জয়ের ভিত মজবুত করে।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্লাড মাউথ। ওপেনার শ্রীদাম পাল শুরু থেকেই বোলারদের ওপর চড়াও হন। মাত্র ৭৯ বলে ১৩৮ রানের এক টর্নেডো ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ১৩টি বিশাল ছক্কা এবং ৫টি চার। শ্রীদামের এই বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে ব্লাড মাউথ নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার এক বল বাকি থাকতেই ৩২৭ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে সন্দীপ সরকার এবং মণি শঙ্কর মুড়াসিং ৩টি করে উইকেট নিলেও ব্লাড মাউথের রান রুখতে ব্যর্থ হন।৩২৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের হয়ে লড়াই চালিয়ে যান প্রভু নূর (৮৪ রান) এবং সাগর শর্মা (৬৭ রান)। কিন্তু বড় লক্ষ্যমাত্রার চাপে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। ব্লাড মাউথের উদয়ন বোস মাত্র ২ ওভার বল করে ৯ রান দিয়ে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে স্ফুলিঙ্গের জয়ের আশায় জল ঢেলে দেন। শেষ পর্যন্ত ৪৪.১ ওভারে ২৫৭ রানেই গুটিয়ে যায় স্ফুলিঙ্গের ইনিংস।সেরা পারফরম্যান্স:ব্যাটিং: শ্রীদাম পাল (১৩৮ রান), প্রভু নূর (৮৪ রান), সাগর শর্মা (৬৭ রান)।বোলিং: উদয়ন বোস (৩/৯), সন্দীপ সরকার (৩/৬৪), মণি শঙ্কর মুড়াসিং (৩/৪৯)।অসামান্য ১৩৮ রানের ইনিংসের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় বা "প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীদাম পাল।

বাইডেনকে প্রত্যাখ্যান করে ট্রাম্প সাক্ষাতে মেসি, লিওর কাছে রোনাল্ডোর গল্প করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন জো বাইডেন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁকে। সেসময় সেই আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন লিও মেসি। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের আহ্বান তিনি ফেরাতে পারলেন না। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন লিও-সহ ইন্টার মিয়ামির গোটা দল। মজার কথা হল, মেসির কাছে পেলে এবং রোনাল্ডোর গল্প করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে এমএলএস ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপে জয়ী ইন্টার মিয়ামির খেলোয়াড়দের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন ট্রাম্প। সেখানেই সতীর্থদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেসিও। ছিলেন দলের কোচ জাভি মাশেচরানো এবং সহ মালিক জর্জ মাস। গোটা দলকে সংবর্ধনা দিয়ে মেসির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাদাভাবে কথাও বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। অবশ্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, লিও-কে ঠিকমতো চেনেন না তিনি। আসলে তিনি পেলের ভক্ত। কিছুদিন আগেই হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন রোনাল্ডো। তাঁর গল্পও মেসির কাছে করেছেন ট্রাম্প।

মেসিকে দাঁড় করিয়ে রেখেই ট্রাম্প বলেন, "আমার ছেলে ব্যারন আমাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা, জানো আজ এখানে কে আসছে? আমি বললাম, না, আমার তো অনেক কাজ চলছে। তখন সে বলল, মেসি! সে তোমার বড় ভক্ত। সে মনে করে তুমি দারুণ মানুষ। ও খুব বড় ফুটবল ভক্ত। ও তোমার খুব বড় ভক্ত। আর একজন ভদ্রলোকের ও খুব বড় ভক্ত, রোনাল্ডো। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ব্যারন মনে করে ও খুব বড় ফুটবলার। তুমিও খুব বড় ফুটবলার।"

এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্বীকারোক্তি। মেসিকে খেলতে দেখেননি তিনি। জানেন মা তিনি কতটা ভালো খেলেন। ট্রাম্প বলেন, 'আমার বয়স হয়েছে। আমি জানি না তুমি হয়তো খুবই ভাল খেলো। কিন্তু আমি পেলের ভক্ত। পেলে খুবই ভাল খেলতেন।" পরক্ষণেই অবশ্য ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেওয়ার জন্য মেসির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, "তুমি চাইলে বিশ্বের যেকোনও ক্লাবে যেতে পারতে। কিন্তু তুমি মায়ামিকেই বেছে নিয়েছ। আমাদের সবাইকে এই যাত্রার অংশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

যে ফিল্ডিং ভোগাচ্ছিল, সেই ফিল্ডিংয়ের জোরেই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত!

ব্যাট হাতে ৮৯ রান করেছেন সঞ্জু স্যামসন। বল হাতে ইংল্যান্ডের রানের গতি আটকেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। এই জয়ের কৃতিত্ব সঞ্জু, বুমরাহদের দেওয়ার পাশাপাশি আরও এক জনের নাম করলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তিনি দলের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ।

চলতি বিশ্বকাপে ভারতকে ভুগিয়েছে ফিল্ডিং। ক্যাচ পড়েছে। চার গলেছে। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ ছেড়েছে ভারত। আগের ম্যাচের পরেও দলের ফিল্ডিংয়ে খুশি ছিলেন না সূর্য। সেই ফিল্ডিংই ওয়াংখেড়েতে জিতিয়েছে। অক্ষর পটেলের দুর্দান্ত ক্যাচ, হার্দিক পাণ্ড্যের রান আউটের জেরে জিতেছে ভারত। তাই ফিল্ডিং কোচ দিলীপের কথা বলেছেন সূর্য।ম্যাচ শেষে সূর্য বলেন, "আমার মনে হয়, জয়ের কিছুটা কৃতিত্ব আমাদের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপকেও দেওয়া উচিত। ছেলেদের সঙ্গে উনি অনেক খেটেছেন। আলাদা করে সময় কাটিয়েছেন। নানা রকমের প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ফিল্ডিংয়ের মান বাড়িয়েছেন। প্রয়োজনে কড়াও হয়েছেন। দলের ছেলেরা ওঁর কথা শুনেছে। সেটা মাঠে দেখা গিয়েছে। তাই এই জয়ের কৃতিত্ব ওঁরও।"শুরু থেকে সঞ্জু যে ভাবে রান তোলার গতি বাড়িয়ে রেখেছিলেন, সেই কথাও শোনা গিয়েছে সূর্যের মুখে। ভারত অধিনায়ক বলেন, "ও শুরু থেকে আক্রমণ শুরু করেছিল। এক বারও থামেনি। উইকেট পড়লেও রান করছিল। ও জানত, উইকেট ভাল। তাই বড় রান করতে হবে। এই ইনিংসটা ওর খেলা অন্যতম সেরা।"তার পরেও ইংল্যান্ড লড়াই ছাড়েনি। একটা সময় দেখে মনে হচ্ছিল, হয়তো জিতে যাবে তারা। সূর্যও মজা করে বলেন, "ব্রুককে বললাম, তোমাদের হারাতে আর কত রান করতে হবে।" যদিও দলের বোলারদের কৃতিত্বও ছোট করে দেখছেন না সূর্য। তিনি বলেন, "বুমরাহ, অর্শদীপ প্রত্যেকে ভাল বল করেছে। তবে আলাদা করে বুমরাহের কথা বলব। আরও এক বার ও হাত তুলে দায়িত্ব নিয়েছে। দলকে জিতিয়েছে। ম্যাচের পর ম্যাচ এই কাজ ও করছে।"

এই ম্যাচে চার নম্বরে নিজে নামেননি সূর্য। নামিয়ে দেন শিবম দুবেকে। সেই সিদ্ধান্ত কাজে লাগে। শিবম ২৫ বলে ৪৩ রান করেন। সূর্য জানিয়েছেন, পরিস্থিতি দেখে ব্যাটিং অর্ডারে বদল করেছিলেন তিনি। ভারত অধিনায়ক বলেন, "তিন নম্বর পর্যন্ত ব্যাটিং অর্ডার নির্দিষ্ট। তার পরে যে কোনও বদল হতে পারে। আমাদের মনে হয়েছিল, আদিল রশিদের বলে শিবম ভাল খেলবে। তাই ওকে আগে নামিয়েছি। ও ভরসার দাম দিয়েছে।"২৫৩ রান করেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি সূর্য। শেষ পর্যন্ত লড়াই হয়েছে। সেই সময় তাঁর হৃদস্পন্দন অনেক বেড়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন সূর্য। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা জিতেছেন। খেলা শুরুর আগে থেকে যে ভাবে ওয়াংখেড়ের দর্শকেরা তাঁদের সমর্থন করেছেন তার জন্য দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক।

বিশ্বকাপ ফাইনাল অভিষেকের হবে! ভারতকে জিতিয়ে ফর্মহীন সতীর্থ ওপেনারের ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন সঞ্জু

দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলেও তাঁদের মধ্যে কতটা বন্ধুত্ব রয়েছে তা-ও দেখিয়ে দিলেন সঞ্জু স্যামসন। বিশ্বকাপে রান নেই অভিষেক শর্মার। সেমিফাইনালেও চলেনি ব্যাট। সেই অভিষেকের পাশে দাঁড়ালেন সেমিফাইনালের সেরা সঞ্জু। জানিয়ে দিলেন, ফাইনাল অভিষেকের হতে চলেছে।

ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ভারত। খেলা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে আসেন সঞ্জু। তিনি জানিয়েছেন, অভিষেককে নিয়ে কোনও চিন্তা তাঁরা করছেন না। সঞ্জু বলেন, "দলের পরিবেশ খুব ভাল। সকলে উপভোগ করছে। সাজঘরে খুব মজা করছি আমরা। সূর্য ভাই ও গৌতি ভাই আমাদের উপর ভরসা দেখিয়েছে। অভিষেকের ফর্মে ফেরা সময়ের অপেক্ষা। আমাদের মনে হয়, ফাইনাল অভিষেকের হবে।" বিশ্বকাপের আগে ফর্মে ছিলেন না সঞ্জু। কিন্তু এখন ফিরেছেন। সেই ফর্ম ফাইনালেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি। সঞ্জু বলেন, "নিউ জিল্যান্ড সিরিজে গায়ের জোরে শট মারতে যাচ্ছিলাম। ফলে সমস্যা হচ্ছিল। এখন টাইমিংয়ের উপর জোর দিয়েছি। ব্যাটে বল ভাল লাগছে। কিন্তু ওই সময়ে অভিষেক একাই দলকে টেনেছে। সেটা ভুলে গেলে চলবে না।"

অভিষেকই তাঁকে প্রথম বলেছিলেন, এই পিচে ২৫০ রান হতে পারে। সঞ্জু বলেন, "অভিষেক আউট হওয়ার পর আমি ও ঈশান দ্রুত রান করছিলাম। পরে তিলক, হার্দিক সকলেই একই কাজ করেছে। কারণ, আমরা জানতাম, এই উইকেটে অন্তত ২৫০ রান করতে হবে। না হলে জেতা কঠিন। ওয়াংখেড়েতে যে কোনও রান তাড়া করা যায়। সেটাই দেখা গেল। জয়ের কৃতিত্ব বোলারদের। এই উইকেটে বল করা খুব কঠিন। ওরা সেটা করে দেখিয়েছে।"

ব্যাট করতে নেমে আগের ম্যাচের ছন্দেই ব্যাট করছিলেন সঞ্জু। শুরু থেকে বড় শট মারছিলেন। সঞ্জু জানিয়েছেন, তিনি চাইছিলেন, যতটা বেশি সম্ভব রান করে নিতে। সঞ্জু বলেন, "গত ম্যাচ থেকে ফর্ম ফিরে পেয়েছি। ভাল শট খেলছিলাম। এই ম্যাচেও সেই ফর্ম টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। বড় ম্যাচে বড় রান করতে হত। কারণ, ওয়াংখেড়েতে যে কোনও রান তাড়া করে জেতা যায়। ইংল্যান্ড তো প্রায় জিতেই যাচ্ছিল। তাই যত বেশি সম্ভব রান করতে চেয়েছি। শেষ পর্যন্ত জিতেছি।"

পর পর দু'ম্যাচে শতরান হাতছাড়া হয়েছে সঞ্জুর। কিন্তু শতরানের কথা এক বারও মাথায় ছিল না তাঁর। ভারতীয় ওপেনার বলেন, "আমি কখনও শতরানের কথা ভাবিনি। ওয়াংখেড়েতে প্রচুর রান হয়। তাই সব সময় ভাবছিলাম, যত বেশি সম্ভব রান করব। টেস্ট বা এক দিনের ম্যাচে শতরান করতে হলে একটু সময় নেওয়া যায়। টি-টোয়েন্টিতে সেটা হয় না। নিজের মাইলফলকের কথা না ভেবে দলের জন্য খেলার চেষ্টা করি। এই ম্যাচেও সেটাই করেছি। দলকে জেতাতে পেরে ভাল লাগছে।"জয়ের কৃতিত্ব দলের বোলারদেরও দিয়েছেন সঞ্জু। বিশেষ করে জসপ্রীত বুমরাহের নাম করেছেন তিনি। ভারতীয় ওপেনার বলেন, "পুরো কৃতিত্ব জসপ্রীত বুমরাহের। যে ভাবে ও বল করল তা এক কথায় অসাধারণ। এ রকম বোলার লাখে একজনই হয়। আমার মতে, ম্যাচের সেরার মেডেলটা ওরই পাওয়া উচিত ছিল। ২৫০ রান করেও তো হেরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বুমরাহের চার ওভার আমাদের জিতিয়ে দিল। ওই চার ওভার না হলে আমরা হেরে জেতাম। পাওয়ার প্লেতে বরুণও ভাল বল করেছে।"

কেন আগেই বুমরাহ ও হার্দিকের ওভার ভারত শেষ করে দিয়েছিল সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সঞ্জু। তিনি বলেন, "আমরা আগেই খেলা শেষ করতে চেয়েছিলাম। তাই বুমরাহ ও হার্দিককে বল দেওয়া হয়েছিল। খেলা শেষ ওভারে গেল। কিন্তু তার আগেই ওদের রান তোলার গতি কমে গেল। তাই শেষ ওভারে শিবমের উপর চাপ কম ছিল।" দেশের হয়ে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা তাঁর স্বপ্ন। রবিবার সেই স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে বলে জানালেন তিনি।

Ref. DNIT. No.F.3(20)-SF/SBM(SAT)/TENDER/2025-26/4240
Dated, Satchand, the --/-----/2026
PRESS NOTICE INVITING TENDER
Sealed Tender are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from bonafide Fish spawn producer (Individual / Fishery based SHGs/MSS Ltd.) of Sabroom Sub-division or South Tripura District who are producing available quantity of Mixed Major Carp Spawn in their hatchery for supplying of good quality mixed variety of Carp Fish spawn (Catla 30%, Rohu 40% & Mrigal 30%) in different Gram Panchayat / Village committee/ NP of Sabroom Sub-Division, South Tripura, during the year 2026-27. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned during any office working days from 11.00 AM to 4.00 PM of 26/02/2026 to till 13/03/2026 for collection of tender form and detail terms and condition. The last date of submission of the tender is upto 2.00 PM of 16/03/2026.
Ajoy Das
Superintendent of Fisheries
Sabroom, Sabroom Tripura.
ICA/C-4665/26

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
SHORT PRESS NOTICE INVITING E-TENDER
P'NIET No.:78/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.03/03/2026
The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid/ Technical Bid
1	78/R/DNIe-T/SE-IV/ PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 PM on 09/ 03/2026	At 4.00 PM on 09/ 03/2026 If Possible
2	79/R/DNIe-T/SE-IV/ PWD(R&B)/2025-26		
3	80/R/DNIe-T/SE-IV/ PWD(R&B)/2025-26		

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in
For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. SusantaDebbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura
ICA/C-4677/26

অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই
Ref :- G. B. TOP G-D Entry No :- 24 dated 28/02/2026

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স ঃ- আনুমানিক ৪৫ বছর, উচ্চতা ঃ- তিন ফুট, গায়ের রঙ ঃ শ্যামলা, মুখমণ্ডল ঃ- গোলাকার, চুলকালো, গত ২৮/০২/২০২৬ ইং তারিখ আনুমানিক বিকাল ৪টা ৫৫ মিনিট সময় মৃত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে আনা হয় এবং মারা যান। বর্তমানে ঐ পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ রাখা হয় জিবিপি হাসপাতালের মর্গে মৃতের পরিচিতি জানার জন্য।
উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে অথবা কোনো আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।
১) এস পি (পশ্চিম) আগরতলা ঃ- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি টি কন্ট্রোল (পশ্চিম) আগরতলা ঃ- ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/৬০৩৩২৩৭৫১৪
৩) জিবি পুলিশ ফাঁড়ি থানা ঃ- ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫
নিবেদক
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
আগরতলা
ICA/D/2099/26

নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো
শিলিগুড়ি জোনাল ইউনিট
ইমেইল: sigzu-ncb@gov.in
নিম্নলিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তি, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হল, সে পলাতক এবং তাকে খোঁজা হচ্ছে। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) ১০,০০০ টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। যারা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য তথ্য দেবে তাকে এনসিবি ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দেবে।

১	**ইন ই/ ডাব্লিউ এনসিবি ক্রাইম নং ২৭/২০১৭** **সতীশ রায়, পিতা: ক্ষীতিশ রায়, পিআরসিসি, জিআরইএফ, সি/ও ৯৯এপিও, ৯৩০/১১২, পিএস পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৬০**

দ্রষ্টব্য: তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে। তথ্যদাতা এনসিবি শিলিগুড়ির মনোনীত কর্মকর্তার সাথে ০৩৫৩ - ২৯৯৯৬২৫ মোবাইল: ৮২৭৮২০০৯০৬ এবং ইমেল: **sigzu-ncb@gov.in** এ যোগাযোগ করতে পারেন।
CBC 19126/11/0137/2526 (জোনাল ডিরেক্টর)

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে হার্ভেকে হারিয়ে জয় দিয়ে সূচনা শতদল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ট্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে সতদল সঙ্ঘ হার্ভেকে ৯১ রানে হারিয়ে জয়ী হয়েছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল ৮টা ৩০-এ শুরু হওয়া এই ৫০ ওভারের ম্যাচে শতদল সঙ্ঘ ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৯ রান করেছে। উত্তরে হার্ভে ৪২.২ ওভারে সকল উইকেট গুটিয়ে ১৯৮ রানে আটকে যায়। শতদলের ব্যাটার তন্ময় ঘোষ অপূর্ব পারফরম্যান্স দেখিয়ে ১২৪ বলে ১৪৫ রান করেন (১১টা চার ও ৬টা ছক্কা)। তার এই বিস্ফোরক ব্যাটিং দলের ইনিংসকে মজবুত ভিত্তি দেয়। রিমন সাহাও ৪৯ বলে ৩৯ রান যোগ করেন। হার্ভের পক্ষে অর্কপ্রভা সিনহা ৫৭ বলে ৪৩ রান করে সর্বোচ্চ স্কোরার হন। বোলিংয়ে সতদলের নিরঙ্কর শর্মা ধারালো গেঁদ ফেলে ৭.২ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন, যা ম্যাচের সেরা পারফরম্যান্স। ভিকি সাহাও ৯ ওভারে ৪৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। হার্ভের হর্ষল ওয়াগমারে ১০ ওভারে ৫৮ রানে ৪ উইকেট নেন।তন্ময় ঘোষকে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' ঘোষণা করা হয়। টুর্নামেন্টে পরবর্তী ম্যাচগুলো ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য উত্তেজনা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ORDER
WHEREAS, it is apprehended that miscreants, taking advantage of vast stretch of Indo-Bangladesh Border in different parts of Khowai District may cause Law & Order problem in border areas.
AND
WHEREAS, it is considered necessary to impose restriction on movement of people in IBB area along Indo-Bangladesh International Border in Khowai District, Tripura.
AND
WHEREAS, I, Rajat Pant, IAS. District Magistrate & Collector, Khowai District. Tripura am satisfied that there are sufficient grounds for imposing restriction on movement during odd hours along Border areas to prevent danger to human life, public property and tranquility between 8:00 PM to 5:00 AM.
AND
Now, THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me U/S, 163 of BNSS, 2023, 1, Rajat Pant, IAS, District Magistrate & Collector, Khowai District. Tripura hereby prohibit movement of people along 500(five hundred) Meters of Indo-Bangladesh International Border of Khowai District between 8:00 PM of preceding day and 5:00 AM of succeeding day.
HOWEVER, this prohibitory order shall not be applicable to the:-
1. Patients movement, Military/Para-Military Force and State Police personnel engaged maintenance of Law
and Order;
2. Movement of the members of public authorized by the Superintendent of Police, Khowai District, and Sub-
Divisional Magistrate, Khowai.
3. Movement of Government servants when it is essential for discharge of emergent official duties;
4. Movement of requiring immediate treatment.
In view of the emergent nature of the situation and with a view to ensure public peace and tranquility, this order is passed Ex-parte.
Any person violating this order shall be liable to be prosecuted U/S 163 of BNSS, 2023.
The above restriction shall come into force with effect from 20th February, 2026 and shall remain in force up to 18th May, 2026 for 60(sixty) days.
Given under my seal and signature this day February, 2026
(Rajat Pant, IAS)
District Magistrate & Collector
Khowai District, Tripura
ICA/D-2096/26

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:-37/ee-ied/amB/2025-26 Dated: 03/03/2026
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Deadline for online bidding	Date of Opening
1	90/EE-IED/AMB/2025-26	1,52,270.00	3,045.00	On 09/03/2026 Upto 17.00 Hrs	On 10/03/2026 At 10.00 Hrs
2	91/EE-IED/AMB/2025-26	4,32,403.00	8,648.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/
For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura
ICA/C-4674/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 20/EE/DWS/DIVN/KCP/2025-26 Dated-03.03.2026
The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following works:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIeT-No:53/EE/DWS/KCP/ 2025-26(2nd Call)	8,98,651.20	17,973.00	365 Days	Appropriate Class
2	DNIeT-No:54/EE/DWS/KCP/ 2025-26(2nd Call)	8,65,679.40	17,314.00	365 Days	Appropriate Class
3	DNIeT-No:58/EE/DWS/KCP/ 2025-26(2nd Call)	8,99,774.50	17,995.00	365 Days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 11.03.2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 11.03.2026 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee: Rs. 1,000.00 [Non refundable]
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Executive Engineer
DWS Division kanchanpur, North Tripura.
ICA/C-4667/26

চেরাগে ঘষা দিলেই বুমরা বেরিয়ে আসবে'

ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে সঞ্জু স্যামসন বললেন, 'সব কৃতিত্ব যশপ্রীত বুমরার।' কিছুক্ষণ আগে ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে টি—টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। ৮৯ রান করা স্যামসন ম্যাচসেরা হলেও তাঁর নিজের বিচারে এ পুরস্কার বুমরার প্রাপ্য, 'এটা আসলে তার প্রাপ্য। ডেথ ওভারে সে ওভাবে বোলিং না করলে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। তাই সব কৃতিত্ব বোলারদের।'৪৯৯ রানের একটি টি—টুয়েন্টি ম্যাচ, যেখানে বাউন্ডারির সংখ্যা ৭৩, আর এর মধ্যে ছক্কাই ৩৪টি। এমন ম্যাচে দুই দলের বোলারদের ওপর দিয়ে কী গেছে, সেটা এমনিতেই স্পষ্ট।ইংল্যান্ডের কোনো বোলারই যেমন ওভারপ্রতি গড়ে ১০—এর নিচে রান দেননি। ভারতের বোলারদের মধ্যে শুধু হার্দিক পান্ডিয়া ও বুমরা গড়ে ১০—এর নিচে রান দিয়েছেন। তবে দুই দলের সব বোলার মিলিয়ে গতকাল রাতের সেমিফাইনালে বুমরাই সেরা৪ ওভারে ৩৩ রানে ১ উইকেট। ইকোনমি রেট ৮.২৫ ইংল্যান্ডের ইনিংসে পাওয়ারপ্লেতে নিজের প্রথম ওভারে ৭ রানে ১ উইকেট নেন বুমরা। এরপর ইনিংসের ১১তম ওভারে দেন ১২ রান। বুমরাকে এরপর দেওয়া হয়েছিল সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব। ডেথ ওভারে আটকে রাখতে হবে ইংল্যান্ডকে। ১৬তম ওভারে ৮ এবং ১৮তম ওভারে ৬ রান দিয়ে সেই কাজটা ভালোভাবেই সারেন বুমরা। ইংল্যান্ডের হয়ে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করা জ্যাকব বেথেল বুমরার ১৩টি বল খেলে মাত্র ১৭ রান নিতে পারেন।দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি তাই বুমরার দারুণ প্রশংসা করেছেন। অবশ্য এমন পারফরম্যান্স বুমরার জন্য নতুন নয়। ইংল্যান্ড যখন ১৮ বলে ৪৫ রানের দূরত্বে, বুমরা তখন ১৮তম ওভারটি ইয়র্কার ও লো ফুল টসের মিশেলে যেভাবে করেছেন, সেটা ডেথ ওভারের বোলারদের জন্য শিক্ষণীয় ইএসপিএনক্রিকইনফোর 'টাইমআউট' শোতে ডু প্লেসি তাই বলেন, 'ভারত বুঝতে পারে না, বুমরাকে দলে পেয়ে তারা কতটা সৌভাগ্যবান। সংস্করণ যেটাই হোক, সে বারবার প্রমাণ করেছে, হাতে বল তুলে দিলেই সে ম্যাচ জেতাতে পারে। এই সুপারপাওয়ারকে দলে পাওয়া যেকোনো অধিনায়কের স্বপ্ন। যেন একটি জিনিচেরাগে ঘষা দিলেই বুমরা বেরিয়ে আসবে।'হ্যারি ব্রুকের উইকেটটি নেওয়ার মধ্য দিয়ে গতকাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের অষ্টম বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেটের দেখা পান বুমরা। তাঁর প্রশংসায় ডু প্লেসি আরও বলেন, 'তার বোলিং অ্যাকশন এতটাই আলাদা যে কবজি থেকে ঠিক কত দ্রুত বলটা বের হয়, তা বোঝা কঠিন হয়ে যায়।

আসন্ন কেরালা বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক যোশী-কে সঙ্গে নিয়ে আজ কোচিতে আসন্ন কেরালা বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ও সামগ্রিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

পর্যালোচনা সফরের সময় কমিশন স্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এই দলগুলির মধ্যে ছিল-আম আদমি পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী), ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং স্বীকৃত রাজ্য রাজনৈতিক দল যেমন-কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ, কেরালা কংগ্রেস, কেরালা কংগ্রেস (এম) ও রেভোলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি। কমিশন তাদের মতামত ও পরামর্শও গ্রহণ করে।

অধিকাংশ রাজনৈতিক দল কেরালায় বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করেন। কিছু দল এস. আই. আর, পরিচালনার ক্ষেত্রে বুথ লেভেল অফিসারদের ভালো কাজেরও প্রশংসা করেন।

কিছু রাজনৈতিক দল কমিশনকে অনুরোধ করেন যে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের সময় আসন্ন স্থানীয় উৎসবগুলির বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হোক। কিছু দল বয়স্ক ভোটার এবং প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের অনুরোধ জানায়। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের সময় অর্থের প্রভাব, মদ ও উপঢৌকন বিতরণ রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের প্রতি আহ্বান জানায়।

কিছু দল নির্বাচনী পরিবেশকে প্রভাবিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কৃত্রিমভাবে তৈরি বিষয়বস্তুর ব্যবহারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পুনরায় উল্লেখ করেন যে এস.আই.আর. সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে। তিনি বলেন, এর মূল উদ্দেশ্য হল যাতে কোনো যোগ্য ভোটার বাদ না পড়ে এবং কোনো অযোগ্য ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়। তিনি আরও জানান যে অন্তর্ভুক্তি, অপসারণ বা সংশোধনের জন্য এখনও ফর্ম ৬/৭/৮ জমা দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে আর.পি. এক্ট ১৯৫০ অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক-এর কাছে আপিল দায়ের করা যেতে পারে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সকল রাজনৈতিক দলকে আশ্বস্ত করেন যে নির্বাচন সবসময় আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ, অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচনের সময় আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানানোর জন্য নির্বাচন কমিশনের ই.সি.আই. নেট প্ল্যাটফর্মের ঙ্খঝজ্জওজ্জজ্র কম্পোনেন্ট ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানান যাতে কেরালায় নির্বাচন পরিচালনা সবসময়ের মতোই শুধু দেশের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যও একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে কমিশন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান/নোডাল অফিসার, আইজি, ডিআইজি, জেলা নির্বাচন আধিকারিক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে নির্বাচন পরিকল্পনা, ইভিএম ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিকস, নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণ, জব্দকরণ, আইন-শৃঙ্খলা, ভোটার সচেতনতা ও প্রচার কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা বৈঠক করে।

কমিশন প্রয়োগকারী সংস্থার সকল প্রধান ও নোডাল অফিসারদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করার এবং প্রলোভন সংক্রান্ত সকল কার্যকলাপ কঠোরভাবে দমন করার নির্দেশ দেয়।

কমিশন সকল জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে যে ভোটারদের সুবিধার্থে সকল ভোটকেন্দ্রে নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা যেমন রেম্পস, হুইলচেয়ার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে আসাম পুলিশ। 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে লাগাতার অভিযান চালিয়ে একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে তারা। এবার শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি থানাধীন দোহালিয়া এলাকায় বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে মিজোরাম থেকে অন্যত্র পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল প্রায় ২০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট। যার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক প্রায় ২ কোটি টাকা। আগাম গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পাথারকান্দি থানার ওসি মানসজ্যোতি বড়োর নেতৃত্বে স্থানীয় পুলিশ, বারইগ্রাম পুলিশ ও দোহালিয়া এডি ক্যাম্পের কর্মীরা দোহালিয়া শিববাড়ি এলাকায় ওঁত পেতে ছিলেন। ঠিক সেই সময় রাতাবাড়ির দিক থেকে আসা এএস০১ত্তজি ত্ত৭২৪৫ নম্বরের একটি ওয়াগনার গাড়িকে সন্দেহজনক মনে হলে সেটি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়।

উদয়পুরের গর্জি এলাকায় উত্তেজনা: বাড়িঘর ও দোকানপাট ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ মার্চ: নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রিকে কেন্দ্র করে উদয়পুরের গর্জি সংলগ্ন মায়াপুরী এডিসি ভিলেজ এলাকায় ভয়ংকর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এলাকায় বাড়িঘর ও দোকানপাট ভাঙচুরের পাশাপাশি অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় সিআরপিএফ এবং স্থানীয় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় এবং উদয়পুর থানার ওসি সঞ্জিব লস্কর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। এলাকায় শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রিকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনার সূত্রপাত। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে স্থানীয় প্রশাসন সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুলিশ ও প্রশাসন নজরদারি বাড়িয়েছে।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে কল্যাণপুরে বিজেপির সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার

কল্যাণপুর, ৬ মার্চঃ এডিসি নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই নির্বাচনী উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে কল্যাণপুর এলাকায়। এখন পর্যন্ত অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য প্রচারের খবর না মিললেও শাসক দল বিজেপি ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে পড়েছে। কল্যাণপুরের অন্তর্গত দুইটি এডিসি আসনের প্রতিটি বুথেই জয়ের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে দলটি। জানা গেছে, মান্দাই—পুলিনপুর আসনের পাঁচটি বুথ পড়েছে কল্যাণপুর এলাকায়। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া—মহারানী কেন্দ্রের দশটি বুথও রয়েছে এই এলাকায়। জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিজেপিই কার্যকর ভূমিকা পালন করছেএই বার্তাই সাধারণ ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে দলীয় নেতাকর্মীরা।

সম্প্রতি দুই দিনের ব্যবধানে দুটি নির্বাচনী সভা আয়োজন করে বিজেপি। মান্দাই—পুলিনপুর কেন্দ্রের সভা অনুষ্ঠিত হয় রজনী সর্দারপাড়া এডিসি ভিলেজে বিজেপি কর্মী বিভীষণ দেববর্মার বাড়িতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিস্তারক ও রাজ্য জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নিতাই বল এবং অসীম দেবরায়।

অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া—মহারানী কেন্দ্রের সভা অনুষ্ঠিত হয় উত্তর মহারানী ভিলেজে শীতেশ দেববর্মার বাড়িতে। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন জনজাতি নেতা গোপাল দেববর্মা, শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ রতন দেববর্মা, শীতেশ দেববর্মা, মণ্ডল সভাপতি নিতাই বল এবং সাধারণ সম্পাদক অসীম দেবরায়।

সভাগুলিতে বিজেপি নেতারা দাবি করেন, বিজেপি ছাড়া রাজ্যে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতি ও জনজাতি সকলকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করাই দলের লক্ষ্য। পাহাড় ও সমতলে সমানভাবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প পৌঁছে দেওয়াই বিজেপির স্বপ্ন বলেও তারা জানান। এদিকে শুক্রবার মান্দাই—পুলিনপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত চম্পকনগর কমিউনিটি হলে বিজেপির উদ্যোগে একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পাঁচটি মণ্ডল কমিটির মণ্ডল সভাপতিরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সদর জেলা কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক। সভায় বক্তব্য রাখেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় বিভিন্ন রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয় সভায়। পাশাপাশি মান্দাই—পুলিনপুর কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথ থেকে বুথ সভাপতিরাও উপস্থিত ছিলেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

তেলিয়ামুড়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্রশ্নের মুখে দুর্যোগ মোকাবিলা দলের ভূমিকা

আগরতলা, ৬ মার্চ: বৃহস্পতিবার গভীররাতে তেলিয়ামুড়া ফল বাজার এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রাত প্রায় বারোটার দিকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা পার্শবর্তী একাধিক দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতায় বেশ কয়েকটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হন বহু ব্যবসায়ী। ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও মহকুমা শাসকের অধীনস্থ দুর্যোগ মোকাবিলা দলের সদস্যদের তেমন কোনো কার্যকরী ভূমিকা চোখে পড়েনি। অভিযোগ উঠেছে, কেউ কেউ ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেও আগুন নেভানো বা ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। বরং কিছু সদস্যকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বা ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে চাকমাঘাট এলাকায় সংঘটিত ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গাড়ির ভিতরে দীর্ঘক্ষণ চাপা পড়ে কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যু হয়েছিল চালক মিহির লাল দেবনাথের। সেই সময়েও মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা দলের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে আটকে পড়া আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারে কার্যকরী উদ্যোগের অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন স্থানীয় মানুষ।

এবার তেলিয়ামুড়া বাজারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাতেও একই ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন ও প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

উপরাষ্ট্রপতির রাজ্য সফর

যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণান আগামী ৭ মার্চ এবং ৮ মার্চ দু''দিনের রাজ্য সফরে আগরতলায় আসছেন। উপরাষ্ট্রপতির সফরের সময় এমবিবি বিমান বন্দর থেকে উত্তমভক্ত চৌমুহনী (সেকেরকোট) পর্যন্ত বাস, ট্রিপার, ইট বহনকারী গাড়ি, সিমেন্ট বহনকারী, রড বহনকারী গাড়ি, বাঁশ বহনকারী গাড়ি প্রভৃতি সব ধরণের যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে এই নিয়ন্ত্রনাদেশ জারি করেছেন। জরুরী কাজে ব্যবহৃত গাড়ির ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে।

আদেশে বিমানযাত্রীদের প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন বিমানবন্দরে পৌঁছতে বিকল্প পথ ব্যবহার করেন এবং যানজট এড়াতে অন্তত তিনঘন্টা আগে বিমানবন্দরে পৌঁছে যান। একই সঙ্গে বিমানের টিকিট অথবা বোর্ডিং পাশ তাদের সঙ্গে রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে। জেলাশাসক আদেশে যে বিকল্প রাস্তার নির্দেশ করেছেন তা নিম্নরূপ। ১)নারায়ণপুর-নরসিংগড়-রামনগর-গান্ধীগ্রাম বাজার-শালবাগান-রাবারবোর্ড-চানমারি। ২) জিবি-ইন্দ্রনগর-ধলেশ্বর-মঠ চৌমুহনী-যোগেন্দ্রনগর-বাইপাস। এডিনগর-বটতলা-ফায়ারসার্ভিস চৌমুহনী- কের চৌমুহনী- শঙ্কর চৌমুহনী- বড়জলা-ভারতরত্ন ক্লাব হয়ে ময়লাখলা থেকে এমবিবি এয়ারপোর্ট। ৩) জিবি- আইএলএস-এসডিও চৌমুহনী- নন্দন নগর- বণিক্য চৌমুহনী- খয়েরপুর-আমতলী-খয়েরপুর বাইপাস-আমতলী। ৪) সেকেরকোট চা বাগান-কাঞ্চনমালা-শ্রীনগর-বাইপাস (আমতলী-খয়েরপুর)।

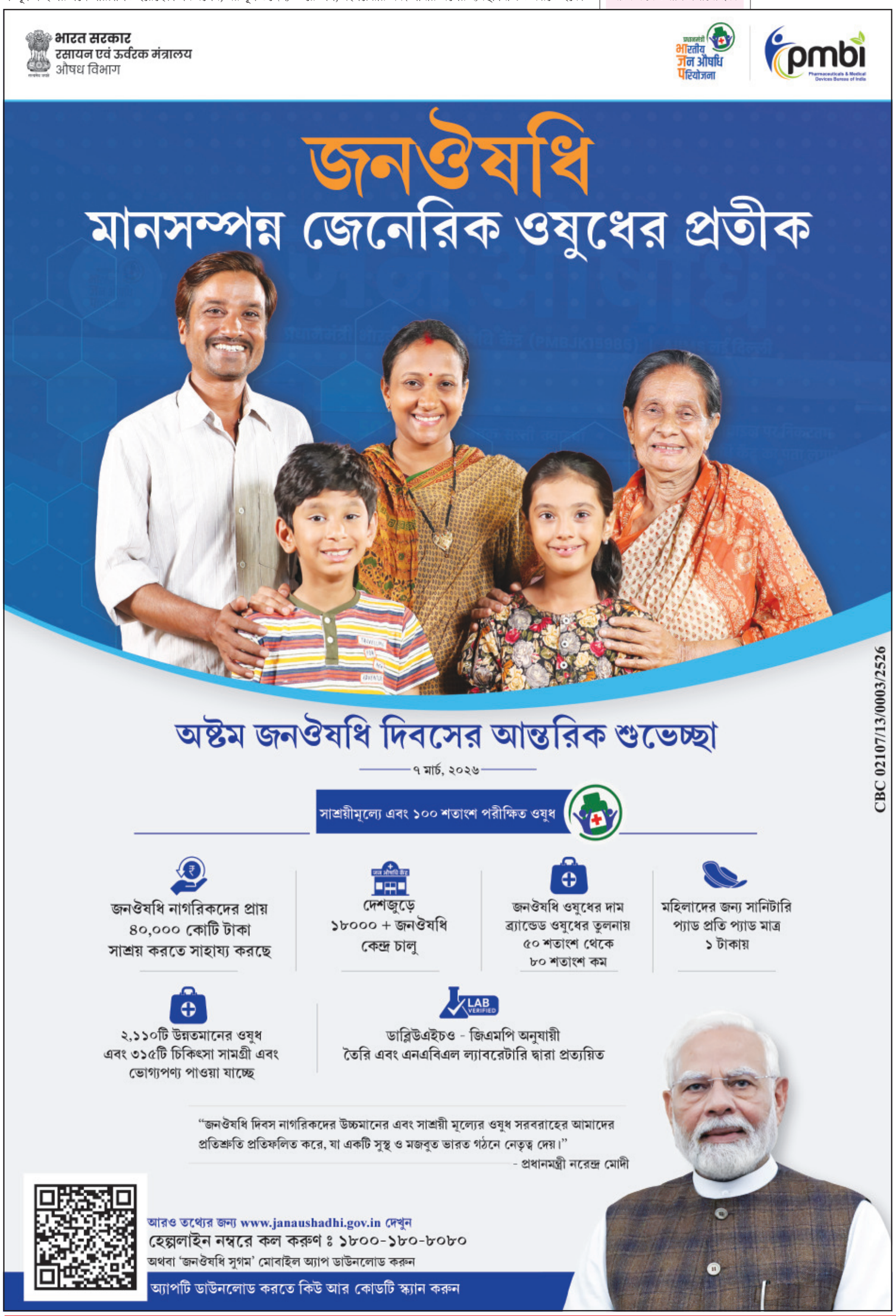

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas